বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>047 >>09 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪৭ >> << ০৯ই, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

কাশ্মীরে প্রায় দু'বছর পর সাংবাদিককে মুক্তি দিয়েছে ভারত কর্তৃপক্ষ

জম্মুঃ প্রায় দুই বছর কারাবন্দী থাকার পর কাশ্মীরের বিশিষ্ট একজন সাংবাদিককে জামিনে মুক্তি দিয়েছে ভারতের কর্তৃপক্ষ। বিতর্কিত হিমালয় অঞ্চল কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদকে মহিমান্বিত করা ও দেশবিরোধী বিষয় প্রকাশ করার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। নিউজ পোর্টাল 'দ্য কাশ্মীর ওয়াল্লা'র প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ফাহাদ শাহকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের দেশদ্রোহ ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গত সপ্তাহে এক আদালত তার জামিনের আবেদন মঞ্জুর করায় বৃহস্পতিবার তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের জন্য তার বিচার করার মতো পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ নেই, এবং তার বিরুদ্ধে আনা কয়েকটি অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়। ফাহাদ শাহ'র ২১ মাসের কারাবাস বিতর্কিত অঞ্চলে সাংবাদিক ও বাকস্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যাপক দমনপীড়নকেই তুলে ধরেছে। চলতি বছরের শুরুতে ভারত সরকার কোন কারণে না দিয়ে 'দ্য কাশ্মীর ওয়াল্লা'কে নিষিদ্ধ করে।

বাজার দরে

SENSEX : 65970.04 -47.77
NIFTY : 19794.70 -7.30

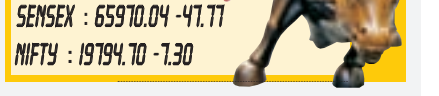

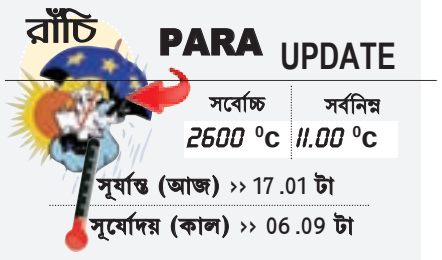

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	11.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .01 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .09 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

সাগরতলে জায়গা বদলাচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিমবাহ

অ্যান্টার্কটিকা ঃ বিশ্বের সবচেয়ে বড় হিমবাহের নাম এ২৩এ। অ্যান্টার্কটিকার এই হিমবাহ আয়তনে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনের দ্বিগুণেরও বড়। কয়েক দশক ধরে বিশাল এই হিমবাহ সাগরতলে আটকে ছিল। এখন গবেষকেরা বলছেন, হিমবাহটি নড়তে শুরু করেছে। ক্রমে জায়গা বদলাচ্ছে এটি।
হিমবাহটি প্রায় ৪০০ মিটার বা ১ হাজার ৩১২ ফুট পুরু। এর আয়তন ৪ হাজার বর্গকিলোমিটার বা প্রায় ১ হাজার ৫৪৪ বর্গমাইল। যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের আয়তন ১ হাজার ৫৭১ বর্গকিলোমিটার বা প্রায় ৬০৭ বর্গমাইল। সে হিসাবে এ২৩এ হিমবাহের আয়তন লন্ডনের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি।
অ্যান্টার্কটিকায় বৃহদাকারের হিমবাহ ফিলচনার রোনের অংশ ছিল এ২৩এ হিমবাহ। ১৯৮৬ সালে এটি ভেঙে পড়ে ওয়েডেল সাগরের তলদেশে তলিয়ে যায়। সেই থেকে হিমবাহটি সাগরতলে একই জায়গায় আটকে ছিল।
যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে জরিপ চালানোর পর বিজ্ঞানী এলা গিলবার্ট ও অলিভার মার্শ বলেন, তিন দশকের বেশি সময় পরে এসে হিমবাহটি নড়ছে, জায়গা বদলাচ্ছে। তাঁরা জানান, সমুদ্রের স্রোতে ভেসে হিমবাহটি ক্রমে পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। এখন এটির চলার গতি দৈনিক প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বা তিন মাইল।
এ দুই বিজ্ঞানীর মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অ্যান্টার্কটিকার হিমবাহে পরিবর্তন দেখা গেছে। প্রতিবছর অ্যান্টার্কটিকায় প্রচুর পরিমাণে বরফ গলে যাচ্ছে। মূলত, এ কারণে বৃহদাকারের এ২৩এ হিমবাহ সমুদ্রতলে জায়গা বদলাতে শুরু করেছে।

ডাবলিনে স্কুলের বাইরে ছুরিকাঘাতের ঘটনা ৩৪ জন দাঙ্গাকারী গ্রেফতার

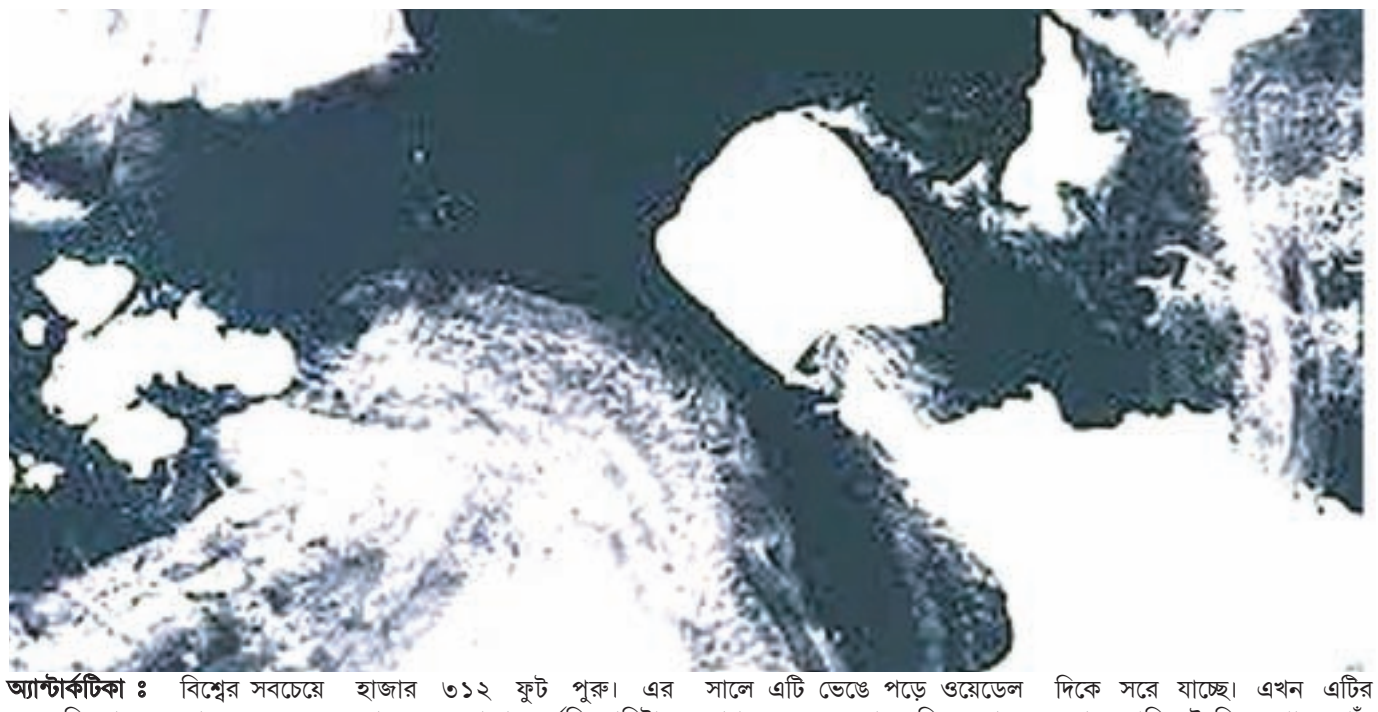

ডাবলিনঃ বৃহস্পতিবার রাতে সেন্ট্রাল ডাবলিনে সন্দেহভাজন উগ্র ডানপন্থী বিক্ষোভকারীরা পুলিশের ওপর হামলা চালানো, দোকানপাট ভাঙচুর এবং গাড়িতে আগুন দেয়ার ঘটনায় আইরিশ পুলিশ ৩৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।দিনে আরও আগের দিকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি তিন শিশুকে ছুরিকাঘাত করে। আইরিশ পুলিশ প্রধান, কমিশনার ড্রু হ্যারিস জানিয়েছেন, পাঁচ বছর বয়সী এক বালিকাকে স্কুলের বাইরে আক্রমণের পরে ডাবলিনের একটি হাসপাতালে তাকে জরুরি চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সহিংসতায় এক পুলিশ কর্মকর্তা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্রকরে অন্তত ১০০ জন রাস্তায় নেমে আসে, এদের কেউ কেউ ধাতব খণ্ড দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। হ্যারিস বিক্ষোভকারীদের উগ্র ডানপন্থী মতাদর্শে চালিত একটি সম্পূর্ণ পাগল গুন্ডা দল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ৪০০ জনেরও বেশি পুলিশকে দাঙ্গার পোশাকে শহরের কেন্দ্রস্থল জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ বলছে যে ছোট একদল গুণ্ডা এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আইরিশ পার্লামেন্ট ভবন লিনস্টার হাউসের চারপাশ ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল এবং পুলিশদের নিকটবর্তী গ্রাফটন স্ট্রিটে মোতায়েন করা হয়েছিল। হ্যারিস শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, কয়েক দশকে আমরা (দাঙ্গার) এমন দৃশ্য দেখিনি। তবে এটা স্পষ্ট যে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে উগ্রবাদী হয়েছে।

ইউক্রেনের শহর দখলের যুদ্ধে রাশিয়ার বাহিনী ব্যাপক ক্ষতির মুখে

ডনেটস্ক ঃ কয়েক সপ্তাহ ধরে রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় শহর আভদিভকাতে বোমাবর্ষণ করেছে। তারা এখন ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে বিধ্বস্ত কিন্তু কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানটির দিকে সেনা পাঠাচ্ছে। বৃহস্পতিবার ইউক্রেনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সৈন্যরা জানিয়েছে রাশিয়া ভয়ানক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। ইউক্রেনীয়রা বলছে, অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে রাশিয়া ইউক্রেনের কাছ থেকে ছোট শহরটি ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা সফল হয়নি। শহরটি রুশ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের রাজধানী ডনেটস্ক থেকে ফ্রন্টলাইনের দিকে ৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। মস্কো যে চারটি অঞ্চল অধিগ্রহণ করেছে এটি সেগুলোর মধ্যে একটি।
রাশিয়াসমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ২০১৪ সালে আভদিভকা দখল করে এবং ইউক্রেনীয় বাহিনী শহরটি ফিরিয়ে নেয়ার আগে এটিকে অল্প সময়ের জন্য দখলে রাখে এবং তখন থেকেই শহরটিকে সুরক্ষিত করে চলেছে।
আভদিভকার সেনা প্রশাসনের প্রধান ভিটালি বারাবাশ বলেন, যুদ্ধের আগে শহরটির জনসংখ্যা ছিল ৩২ হাজার। এর মধ্যে বর্তমানে ১৪০০ জন বাসিন্দা শহরে অবশিষ্ট রয়েছে। বারাবাশ রাশিয়ার আক্রমণকে ভয়াবহ বলে অভিহিত করেছেন। রাশিয়ার সেনাবাহিনী গত বছরের শেষের দিকে খেরসন ত্যাগ করেছিল কিন্তু এখনো তারা নিয়মিতভাবে দ্যনিপ্রো নদীর পূর্ব তীর থেকে এলাকাটিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে।
এদিকে বৃহস্পতিবার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে, ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে রুশ অধিকৃত জাপোরিঝিয়া অঞ্চলে ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় আহত হয়ে তাদের একজন সাংবাদিক মারা গেছেন। বরিস মাকসুদভ জাপোরিঝিয়াতে কাজ করার সময় আঘাত পেয়েছেন রাশিয়ার প্রতিরক্ষা দপ্তরের এমন ঘোষণার একদিন পর রাশিয়ান নেটওয়ার্ক তার মৃত্যুর ঘোষণা দেয়।
বুধবার রাতের ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি মিত্রদের কাছ থেকে পাওয়া নতুন সামরিক সহায়তা প্যাকেজের সংবাদ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর মধ্যে তার দেশের বিমান প্রতিরক্ষার জন্য সহায়তা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জেলেন্সকি বলেন, এই সহায়তা ইউক্রেনের নগর ও শহরগুলোকে রাশিয়ার আক্রমণ থেকে আরও ভালোভাবে রক্ষা করবে। তিনি আরও বলেন, ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা প্রতি মাসে আক্ষরিক অর্থে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

পশ্চিমে আশ্রয়ের জন্য অপেক্ষারত আফগানদের থেকে এক্সিট ফি নিতে বদ্ধপরিকর পাকিস্তান

করাচি ঃ পাকিস্তানের কর্মকর্তারা এই দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া বা পশ্চিমাস্পন্সরকৃত পুনর্বাসনের জন্য অপেক্ষারত আফগান নাগরিকদের উপর মূল্য ধার্য করাকে সমর্থন করেছেন। তারা বলছেন যে তাদের স্থানীয় অভিবাসী আইনের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের তালিকায় রয়েছে হাজার হাজার মানুষ যারা আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন নেটো সামরিক অভিযানে কাজ করেছিল এবং ২০২১ সালের আগস্টে তৎকালীন বিদ্রোহী তালিবান ক্ষমতা দখল করার পর প্রতিশোধের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানের এক অভিবাসন কর্মকর্তা শুক্রবার সুনিশ্চিত করেছেন যে, তৃতীয় কোনও দেশে আশ্রয়ের জন্য অপেক্ষারত প্রত্যেক আফগানকে ৮০০ ডলারের বেশি দিতে হবে ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও থাকা বা বৈধভাবে বাস করার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র না থাকার কারণে এই জরিমানা। এই বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার অনুমোদন না থাকায় সেই কর্মকর্তা পরিচয় গোপন করে ভিওএকে বলেন, সরকার তাদের বড় উপকার করছে। নাহলে, এই পরিমাণ অর্থ জরিমানা হিসেবে তাদের প্রতি সপ্তাহে দিতে হতো। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এক বিশেষ অভিবাসন কর্মসূচির অধীনে প্রায় ২৫ হাজার আফগান যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। ব্রিটেন ঘোষণা করেছে, বছরগুলিতে আফগানিস্তানের ২০ হাজারের বেশি মানুষকে তারা পুনর্বাসন দেবে। পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসা ইসলামাবাদে পশ্চিমা দূতাবাসগুলি এই প্রস্থানমূল্য চাপানোকে নিন্দা করেছে এবং একে নজিরবিহীন পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছে। পাশাপাশি, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে বিষয়টি পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছে তারা।

প্রতিবাদ ইরান এই বছর কমপক্ষে ৬৮০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে

ইরানে ২০২২ সালের বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত মামলায় গোপনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ঃ অধিকার গোষ্ঠী

তেহরান ঃ ইরানে গত বছর ব্যাপক বিক্ষোভের সময় নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্যকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করার পর বৃহস্পতিবার ইরান গোপনে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। অধিকার গোষ্ঠীগুলো একথা জানায়।
নারীদের জন্য ইরানের কঠোর পোশাকের নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া ইরানি কুর্দ তরুণী মাহসা আমিনির পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর পরে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ছড়িয়ে পড়া বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত একটি মামলায় এটি ইরানের কার্যকর করা অষ্টম মৃত্যুদণ্ড।
নরওয়ে ভিত্তিক সংস্থা হেনগাও জানিয়েছে, পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হামাদানের একটি কারাগারে ভোরবেলা মিলাদ জোহরেভান্দের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। গত বছরের নভেম্বরে মালয়ের শহরে বিক্ষোভের সময় একজন বিপ্লবী গার্ড কর্মকর্তাকে হত্যা করার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।
হেনগাও কুর্দি ইস্যুর ওপর আলোকপাত করে থাকে। তারা বলেছে, জোহরেভান্দকে তার আসন্ন মৃত্যুদন্ড সম্পর্কে আগে কিছু জানানো হয়নি। এবং তাকে তার পরিবারের সাথে শেষ সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয়নি।
জোহরেভান্দের (বয়স যার ২০ এর কোঠায় প্রথম দিকে) মৃত্যুদন্ডের খবর ইরানের অভ্যন্তরের গণমাধ্যমে জানায়নি।
ইরানি কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে ২০২২ সালের বিক্ষোভের সাথে সম্পর্কিত মামলায় সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। মানবাধিকার গোষ্ঠী এবং পশ্চিমা সরকারগুলো এইসব মৃত্যুদন্ডের নিন্দা জানিয়েছে।
সর্বসাম্প্রতিক সময়ে মে মাসে তিনজনকে এ ধরনের মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছে, তারা বিশ্ব এবং ইরানের জনগণের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা দিতে চেয়েছিল যে, তারা ভিন্নমতকে চূর্ণ করতে ও শাস্তি দিতে কিছুতেই বিরত হবে না।
অধিকার গোষ্ঠী এবং জাতিসংঘের মতে, ইরান বিক্ষোভ দমন করার জন্য ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে। ওই বিক্ষোভে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অসলোভিত্তিক গ্রুপ ইরান হিউম্যান রাইটস অনুসারে, ইরান এই বছর কমপক্ষে ৬৮০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বেশিরভাগ মৃত্যুদণ্ড হত্যা এবং মাদক সংক্রান্ত অভিযোগে দেয়া হয়েছে।

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় ‘গীতা পাঠশালা’ এর উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় জলপাইগুড়ি গেদের খুরা, জামাদার পাড়া বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ‘গীতা পাঠশালা’ এর উদ্বোধন হলো সোমবার। এদিন সকাল ১০ টা থেকে বিকেল টে পর্যন্ত এক গুচ্ছ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গীতা পাঠশালার উদ্বোধন হয়। কালীপূজা উপলক্ষে এই এলাকায় মেলা বসে আর এই মেলাতেও ঈশ্বরীয় বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এদিনের এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রাজযোগিনী বিকে নীতু। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ডা. জয়ন্ত কুমার রায় সহ অনেকে। আয়োজকরা জানায় এদিন রাত পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি হবে। এদিন ফ্রি মেডিকেল ক্যাম অনুষ্ঠিত হয় এই সেন্টারে। এই এলাকার বহু মানুষ এদিনের হেলথ ক্যাম্পে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি ফ্রি ঔষধ সরবরাহ করা হয়। কলকাতার চিকিৎসকদের দ্বারা এই পরিষেবা দেওয়া হয়ে থাকে। এরই পাশাপাশি এদিন এই সেন্টারে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আলোচনা হয়ে থাকে।

কালোবাজারি নিয়ে সারের দোকানগুলোতে অভিযান চালালো তিন কৃষি আধিকারিক

মালদাঃ তিনজন কৃষি আধিকারিক সারের দোকানগুলোতে পরিদর্শনে আসেন এবং স্যারের স্টক মিলিয়ে দেখেন পাশাপাশি কৃষকদের সাথেও কথা বলেন এবং আলু চাষে বিশেষ করে এনপিকে সার ব্যবহার হয় তার বিকল্প হিসেবে অন্য একটি সার ব্যবহার করতে চাষীদের আহ্বান করেন কৃষি আধিকারিকরা।। গত কয়েকদিন আগে সারের কালোবাজারি নিয়ে সরব হয়েছিল চাষিরা সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ পরিদর্শনে যান কৃষি অধিকারীরা। আধিকারিকদের নাম ১)দেবনাথ মজুমদার ডেপুটি ডিরেক্টর এগ্রিকালচার, ২)অলক কুমার দাস এডিএ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পুরাতন মালদা ব্লক কৃষি সহ সহজে অধিকর্তা সমোজিৎ মজুমদার।

তৃণমূল নেতাকে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা, ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য অভিযুক্ত পলাতক

মির্জাচক ঃ তৃণমূল নেতাকে প্রানে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠলো এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বেদরাবাদের মির্জাচকে। ওই তৃণমূল নেতার নাম অনিল মন্ডল। ওই তৃণমূল নেতার পরিবারের দাবি, অনিল মণ্ডল ও তার ছেলে বিপ্লব মন্ডল রাজ্যের পথসাথী প্রকল্পের তথা রাস্তার কাজের বালি ও পাথর সাপ্লাই দিয়ে থাকে । গতকাল সন্ধ্যায় তারা মির্জাচকে বালি ও পাথর সাপ্লাই দিতে গেলে এলাকার এক দুস্কৃতি টনিক মন্ডল তাদের কাছ থেকে মস্তানির টাকা দাবি করে। তারা সেই টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাদের সেই বালি ও পাথর সাপ্লাই দিতে বাধা দেয় টনিক মন্ডল। ইতিমধ্যেই দু'পক্ষের কথা কাটাকাটি শুরু হয়। ততক্ষণে স্থানীয়দের মধ্যস্থতায় বচসা মিটলেও পরবর্তীতে রাতের দিকে ফের আসে টনিক মন্ডল। এসে আবারও বচসা শুরু করে । তারপরেই অনিল মণ্ডলকে হাসুয়া ও লাঠি দিয়ে এলোপাথাড়ি মারতে থাকে ওই দুস্কৃতি। ঘটনাস্থলে ওই তৃণমূল নেতা লুটিয়ে পড়ে। এদিকে চিৎকার শুনে স্থানীয়রা সেখানে আসলে ওই দুস্কৃতি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ইতিমধ্যেই ওই দুস্কৃতির বিরুদ্ধে বৈষ্ণবনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক।

অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

আলিপুরদুয়ার ঃ সোমবার অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যাক্তির দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও ফরেস্টের এক নম্বর কোম্পারমেন্ট সিকিয়া ঝোরা নদী সংলগ্ন এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আছেন দলগাঁও রেঞ্জের বন কর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মতে, ওই ব্যাক্তিকে আগে কোনোদিন এলাকায় দেখা যায়নি। মৃত ব্যাক্তির নাম নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ফের শহরে আগুন , ঘটনাস্থলে দমকলের চারটে ইঞ্জিন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির খালপাড়ার একটি বহুতল আবাসনের ছাদে আগ্নিকান্ডের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। রবিবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা নাগাদ খালপাড়ার একটি বহুতল আবাসনের ছাদ থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখেন এলাকাবাসীরা। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের চারটে ইঞ্জিন। শহরের অন্যতম জতুগৃহ খালপাড়া নয়াবাজার এলাকা। মূলত ব্যাবসায়িক প্রতিষ্ঠান। উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান বিজনেস হাব খালপাড়া নয়াবাজার। আবাসন থেকে আবাসিকদের বের করে নিয়ে আসা হয়। মুহূর্তের মধ্যে খালি করে দেওয়া হয় আশেপাশের বিভিন্ন আবাসনের আবাসিকদের। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব সহ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।মেয়র গৌতম দেব জানান , আজকের এভাবে শহরে একাধিক আগুনের ঘটনা খুবই দুঃখজনক। একটি আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার সাথে সাথে আরেকটি আগুন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনাই বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। পরে আগুন লাগার কারন নিয়ে বিশ্লেষণ করব। মানুষের পাশে আছি। দমকলের চারটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। তবে আগুন লাগার কারন এখনও জানা যায়নি।

১৫৫ মিটার রাস্তা নির্মাণের উদ্বোধন করছেন তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা

মালদা ঃ দীর্ঘদিন ধরে কাদামাটির রাস্তায় চলাচলে সমস্যায় পড়েছিলেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নতুন করে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা কাজ শুরু হলো হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের মালিওর গ্রামে। সোমবার মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢালাই রাস্তা তৈরি কাজের শুভ সূচনা করেন মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য মর্জিনা খাতুন। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লক সভাপতি তাবারক হোসেন সহ অন্যান্যরা। এদিন মালিওর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আব্দুল রশিদের বাড়ি থেকে মোজাম্মেল মিস্ত্রির বাড়ি পর্যন্ত প্রায়ই ১৫৫ মিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার কাজ করা হয়। দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছিলেন সাধারণ মানুষ । সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই রাস্তা তৈরির এই উদ্যোগ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বলে জানিয়েছেন জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মর্জিনা খাতুন।

ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এক সাথে অতিথির দেহের সংকার্য করল

মালদা ঃ ২৬ বছরের অতিথির মৃত্যুতে শোকের ছায়া মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর গ্রামে।ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ এক সাথে অতিথির দেহের সংকার্য করলেও এখন পর্যন্ত গ্রামের কোন মানুষের মন থেকে শোক যায় নি । ১৯৯৭ সালের কোন এক মাসে হঠাৎ দেখা যায় একজন ব্যক্তিকে মালদার ইংলিশ বাজার থানার যদুপুর গ্রামে। না বলতে পারে নিজের নাম, না বলতে পারে বাড়ির ঠিকানা। স্থানীয়রা একাধিকবার তার সঠিক পরিচয় জানার চেষ্টা করলেও সঠিক ঠিকানা না পাওয়ার জন্য সেই সময় থেকে জদুপুর গ্রামেই থেকে যায়।

নেশাগ্রস্থ অবস্থায় মুদিখানা দোকানে চুরি করতে এসে ঘুমিয়ে পড়ল চোর। অভিযুক্তকে গণধোলাই

উত্তর দিনাজপুর। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় এক মুদিখানা দোকানে চুরি করতে এসে ঘুমিয়ে পড়ল চোর। অভিযুক্তকে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলো উত্তেজিত জনতা। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার ভোজপুরানী গছ এলাকায়। স্হানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে ভোজপুরানী গছ এলাকায় সন্তোষ সরকার নামে এক ব্যক্তির মুদিখানা দোকানে চুরি করতে আসে বেশকয়েজন। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় এক চোর চুরি করে পালানোর সময় দোকানের পিছনে ঘুমিয়ে পড়ে। সোমবার সকালে স্হানীয়রা ওই চোরকে চুরি যাওয়া জিনিসপত্র সহ দোকানের পিছনে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এরপর চলে গণধোলাই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় চোপড়া থানার পুলিশ। অন্যদিকে এই ঘটনার সাথে যারা জড়িত রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন দোকান মালিক ও স্হানীয়রা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাক্তন BDO লক্ষাধিক টাকা কেলেঙ্কারি করেছে এবং হাইকোর্টের নির্দেশের পরেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করছেন না

মালদা ঃপঞ্চদশ অর্থ কমিশনের লক্ষ লক্ষ টাকা টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ উঠল এবার রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন বিডিও নিশিত কুমার মাহাতোর বিরুদ্ধে। বেআইনিভাবে জলের সাব মার্সিবাল পাম্প বসানোর টেন্ডার করেছিলেন বিডিও বলে অভিযোগ। ৭৫ লক্ষ টাকার টেন্ডার করা হয়। কিন্তু বেশ কিছু পাম্প না বসিয়ে বিল পাস করে দেওয়া হয়।তার পছন্দের কিছু ঠিকাদারকে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ।এমনই একাধিক অভিযোগ তুলেছেন রতুয়া দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস । রতুয়া দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস জানান,তার সময় রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের বিডিও একের পর এক দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি বিডিওকে বাধাও দিয়েছিলেন।কিন্তু বিডিও তাকে অন্ধকারে রেখেই ব্লক চালাতেন। মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি দূর করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।কিন্তু তার আমলাদের একাংশ নানা দুর্নীতিতে যুক্ত এই অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস।তিনি জানান বিডিওর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি কলকাতা হাইকোর্টেও দারস্ত হয়েছিলেন।বিচারপতি তার অভিযোগের তদন্ত করার জন্য জেলা শাসক কে নির্দেশ দেন।অভিযোগ কিন্তু জেলা শাসক এখনো সেই তদন্ত শুরু করেনি।ইতিমধ্যেই রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের বিডিও নিশিত কুমার মাহাতো বাঁকুড়া জেলায় ডিএমডিসিতে কর্তব্যরত রয়েছেন। তদন্ত শুরু করার জন্য পুনরায় জেলা শাসকের কাছে লিখিত আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস।তিনি আবার জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন এর পরও জেলা শাসক তদন্তের নির্দেশ না দিলে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অনশনে বসতে বাধ্য হবেন তিনি। এই বিষয়ে মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।অভিযোগটি প্রমাণিত হলে প্রয়োজেনীয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।আর যদি অভিযোগটি মিথ্যে হয় তাহলেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দ্রুত গতির পুলিশের গাড়ি পিশে দিলো দিনমজুরকে। উত্তেজিত জনতার ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ। অবরোধ তুলতে এলে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ

জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ি আসাম মোর সংলগ্ন মুন্ডাবস্তির বাসিন্দা শ্যামল রায় (৩৭)। আজ সকালে মেয়েকে টিউশন পড়াতে দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে জাতীয় সড়কে একটি দ্রুত গতির পুলিশের গাড়ি তাকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও বাড়ির একজনকে চাকরি দেওয়ার দাবী জানিয়ে রবিবার দুপুরে ৩১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ যায়। তাদেরকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা। এরপর আরও পুলিশ ও র‍্যাফ নিয়ে এলাকায় যান ডিএসপি হেডকোয়ার্টার সমীর পাল। পরে উপযুক্ত তদন্তের আশ্বাস পেয়ে পথ অবরোধ তুলে নেন গ্রামবাসীরা।মৃতের ভাই নিতাই রায় বলেন আমার দাদা একজন দিন মজুর। ভাইঝিকে টিউশন পড়তে দিয়ে বাড়ি এসেছিলো। পরে আবার তাকে আনতে যায়। সেইসময় একটি পুলিশ গাড়ি দাদাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ওইসময় ওই গাড়ি করে যদি দাদাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হোতো তবে দাদা হয়তো বেঁচে যেতো। দাদা রাস্তায় অনেকক্ষন পড়ে ছিলো। পড়ে গ্রামবাসীরা নিয়ে যায়। বাড়িতে স্ত্রী ও দুই মেয়ে। সবাই দাদার উপর নির্ভরশীল ছিলো। এখন এদের কি হবে?কিভাবে সংসার চলবে?তাই আমরা চাই উপযুক্ত ক্ষতিপূরনের পাশাপাশি বাড়ির একজনকে চাকরি দিক পুলিশ প্রশাসন। প্রত্যক্ষদর্শী সোমারু রায় বলেন ওই গাড়ি পুলিশ ছিলো। ওভারটেক করতে গিয়ে পিশে দিয়ে পালিয়ে যায়।ঘটনায় ডি এস পি সমীর পাল বলেন পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিলো। পুলিশের গাড়ির সাথে দুর্ঘটনা। আমরা গাড়িটিকে চিহ্নিত করেছি। আমরা লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বললাম। ঘটনার উপযুক্ত তদন্ত হবে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরন পাবে পরিবার।

শিলিগুড়ি শহরকে ডেঙ্গু মুক্ত করতে আরও প্রস্তুত পৌর কর্পোরেশন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরকে ডেঙ্গু মুক্ত করতে এক বিশাল আলোচনা সভার আয়োজন করা হল। সভায় উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র, সমস্ত মেয়র কাউন্সিল সদস্য, বরো চেয়ারম্যান সদস্য, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেঃট, কমিশনার এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি শিলিগুড়িতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাই কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চায় না পৌর কর্পোরেশন।

রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় কালিয়াচক ২ ব্লকের বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে গড়ে উঠতে চলেছে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র

মালদা ঃ রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় কালিয়াচক ২ ব্লকের বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে গড়ে উঠতে চলেছে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র। শনিবার দুপুরে বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে আয়ুষ ভবন তৈরীর শুভ শিলান্যাস করেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন। এই আয়ুষ ভবনের মাধ্যমে এলাকায় আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠলে বহু মানুষ উপকৃত হবে বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী।এদিন কালিয়াচক ২ ব্লকের সংশ্লিষ্ট এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ , জেলা পরিষদ সদস্য এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তাদের উপস্থিতিতেই নারকেল ফাটিয়ে এই আয়ুষ ভবন তৈরীর শুভ শিলান্যাস করেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, এই ভবনটি তৈরি করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাঙ্গিটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে গঙ্গা নদীর ওপারে ঝাড়খন্ডে থাকা বহু মানুষ চিকিৎসা করাতে আসেন । এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যদি আয়ুষ ভবনটি গড়ে ওঠে তাহলে আগামীতে আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সুবিধা পাবেন সাধারণ মানুষেরা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় খুব শীঘ্রই কালিয়াচক ২ ব্লকের বাঙীটোলা গ্রামীণ হাসপাতালে গড়ে উঠতে চলেছে এই আয়ুষ ভবন।

কলকাতা থেকে খড়গপুরগামী একটি বাসে হঠাৎই বিধ্বংসী আগুন

কলকাতা ঃ কলকাতা থেকে খড়গপুরগামী একটি বাসে হঠাৎই বিধ্বংসী আগুন। খড়গপুর লোকাল থানার মাদপুর এর কাছে হঠাৎই আগুন লেগে যায় বাসটিতে। জাতীয় সড়কের ওপরেই দাউ দাউ করে জ্বলছে বাসকলকাতা থেকে খড়গপুরগামী একটি বাসে হঠাৎই বিধ্বংসী আগুন। খড়গপুর লোকাল থানার মাদপুর এর কাছে হঠাৎই আগুন লেগে যায় বাসটিতে। জাতীয় সড়কের ওপরেই দাউ দাউ করে জ্বলছে বাস থেকে খড়গপুরগামী একটি বাসে হঠাৎই বিধ্বংসী আগুন। খড়গপুর লোকাল থানার মাদপুর এর কাছে হঠাৎই আগুন লেগে যায় বাসটিতে। জাতীয় সড়কের ওপরেই দাউ দাউ করে জ্বলছে বাস

দলীয় কর্মীদের হাতে আক্রান্ত ব্লক তৃনমুল সভাপতি সহ জেলা পরিষদ সদস্য খয়রাসোলে

বীরভূম বীরভূম জেলার খয়রাশোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে ব্লক তৃনমুল সভাপতি সহ জেলা পরিষদ সদস্য।আজ শুক্রবার খয়রাশোল ব্লক তৃনমুল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারীর নেতৃত্বে লোকপুর থানার বারাবন গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সভার ডাক দেন। সেখানেই কাঞ্চন বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ আইনুস খানের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় বলে কাঞ্চন অধিকারীর বক্তব্য।তিনি জানান কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে অঞ্চল ভিত্তিক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।সেই মোতাবেক এদিন রুপুষপুর অঞ্চলের বারাবন গ্রামে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।দুবছর ধরে ব্লক তৃনমুল সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এইসময় কালে এলাকায় খুনখারাপি রাহাজানি বন্ধ হয়েছে।সেই সমস্ত কার্যকলাপ চালানোর উদ্দেশ্যেই তাদের এই অভিপ্রায় বলে তৃনমুল ব্লক সভাপতির অভিযোগ।লোকপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে খয়রাশোল ব্লক তৃনমুল সভাপতি কাঞ্চন অধিকারী এবং জেলা পরিষদ সদস্য নবগোপাল বাউরী কে রক্তাক্ত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়।প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় বলে জানা যায়।এদিকে তৃনমুল কংগ্রেসের অপর গোষ্ঠীর বক্তব্য যে, যারা কিছুদিন আগেই পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএম এবং বিজেপির হয়ে ভোট করল তাদের বাড়িতেই এবং তাদের নিয়ে মিটিং করছে ব্লক সভাপতি।অথচ এই অঞ্চল এলাকার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই নিজের সিদ্ধান্তে এই কর্মসূচি নিয়েছেন।

ভোর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকা গাড়ির গাছে ধাক্কা

নদিয়া ঃ ভোর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি চারচাকা গাড়ির গাছে ধাক্কা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক বছরের শিশু সহ এক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চাপড়া থানার চারাতলা এলাকায়। ঘটনায় বাকি তিনজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় চাপড়া থানার কর্তব্যরত পুলিশ উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সূত্রের খবর, ভোর তিনটে নাগাদ কোলকাতার দিক তেহট্টে বাড়ি ফেরার পথে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ভোর রাতে গাড়ির চালক ঘুমিয়ে যাওয়াতে এই দুর্ঘটনা।

কলাবাগানে রেশনের আটার বস্তা হাতেনাতে ধরল গ্রামবাসীরা

নদীয়া আবারো চাঞ্চল্যকর ঘটনা নদীয়ায়। এক ব্যক্তির বাড়ির কলাবাগানের ভেতর থেকে উদ্ধার শয়ে শয়ে রেশনের আটার বস্তা। যাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা এলাকায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাটি নদীয়ার তাহেরপুর থানা এলাকার বিননগর ৮ নম্বর ওয়ার্ডের চরক ডাঙ্গাপাড়া এলাকার। স্থানীয়দের দাবি, ওই এলাকার প্রশান্ত পাল নামে এক ব্যক্তি এলাকারই বেশ কয়েকটি রেশন ডিলারের কাছে রেশন সামগ্রী পৌঁছে দিত। আগে পেশায় ভ্যান চালক ছিলেন, হঠাৎই ফুলে ফেঁপে যায়। শনিবার ওই ব্যক্তির বাড়ির কলাবাগানে প্যাকেটে সরকারি সিল মারা আটার বস্তা পাওয়া যায়। পাশাপাশি কয়েকশ খালি বস্তাও পাওয়া যায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই ব্যক্তি সরকারি শিলমারা আটার বস্তা থেকে আটা বের করে লোকাল ব্যান্ডের স্টিকার মেরে তা খোলা বাজারে তা বিক্রি করতো, আজ ওই ব্যক্তির কুকীর্তি সকলের নজরে পড়ে, এরপরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে যায় রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার, এরপর রেশন দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি সাংসদ। যদিও পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী, এছাড়াও অভিযুক্ত প্রশান্ত পাল নামে ওই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। যদিও গত কয়েক মাস ধরেই ইনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা রেশন দুর্নীতি সম্পর্কে দফায় দফায় তল্লাশি এবং অভিযান চালাচ্ছেন, আর তারি মাঝে নদীয়ার বিননগরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আরো একবার ভাবাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার হাট পুকুরিয়া এলাকা

ক্যানিং ঃ জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার হাট পুকুরিয়া এলাকা। এই ঘটনায় দু পক্ষের জখম হয়েছে প্রায় ১৫ জন। যাদের মধ্যে তৃণমূলের ৭ এবং বিজেপির ৮ জন বলে জানা গেছে।স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর ওই এলাকায় একটি জমি কে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে গন্ডগোল চলছিল। যা রাজনৈতিক রং পায়। ঘটনার গুলি চালানোর অভিযোগ করা হয়েছে দুপক্ষের তরফ থেকে। ইতিমধ্যেই গুলিতে আহত এবং ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত কয়েকজনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনার স্থলে পৌঁছায়। এ বিষয়ে এক বিজেপি আহত কর্মী সমর্থক তিনি বলেন, গ্রামের মধ্যে একটি ক্লাব রয়েছে সেই ক্লাবের একটি জমিতে আমরা কালীপুজো করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ছিলাম। সেই মতন ওই জমিতে আমরা মন্ডপ তৈরি করার কাজ শুরু করে দিয়ে ছিল। হঠাৎ করে শুক্রবার সকালে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী সমর্থকেরা ওই ক্লাবে যায় এবং কালীপূজো বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে বলে। এবং আমরা কালীপুজো বন্ধ করবো না বলে যখন জানায় তাদেরকে। তখনই বেশ কয়েকজন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা আমাদের ওপর ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আমরা চালায়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন গুরুতর যখন হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে ক্যানিং থানা একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও আহত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের অভিযোগ অস্বীকার করে এক আহত তৃণমূল কর্মী সমর্থক তিনি জানান, আমরা বিধায়কের দলীয় কার্যালয় যাচ্ছিলাম ওই রাস্তা দিয়ে এরপর বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা আমাদের উপর হামলা চালায়। বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা আমাদেরকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর সমর্থকের আহত হয়েছে । আহতদের ক্যানিং মহকুমার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। আমরা আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। কালীপুজো করাকে কেন্দ্র করে ধুমধুমার পরিস্থিতি ক্যানিং। আহতরা সকলে ক্যানিং মহকুমার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

স্বামীর অনুপস্থিতিতে বৌমার উপর কুনজর ছিল শশুড়ের, বৌমা প্রতিবাদ করাতে খুনের অভিযোগ, হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের মৃতার বাবার, পলাতক শশুড় ও শাশুড়ি

মালদা : এক গৃহবধূকে খুনের অভিযোগ শশুরের বিরুদ্ধে।এমন কি ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে শাশুড়ি বলেও অভিযোগ। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের। ভিন রাজ্যে কাজ করত স্বামী। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে বৌমার উপর কু নজর ছিল শশুড়ের।ওই গৃহবধূ সেটা বুঝতে পেরে তার বাবার বাড়ির লোককে জানায়।তার বাবার বাড়ির লোকেরা গৃহবধূর স্বামীকেও এই নিয়ে অবগত করে।মৃতা গৃহবধূর বাবার সন্দেহ সেই রাগের জেরেই গতকাল রাতে তার শশুর খুন করে।মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।পলাতক অভিযুক্ত শশুড় ও শাশুড়ি।মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দক্ষিণ তালগ্রাম এলাকার ঘটনা।মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গেছে দেড় বছর আগে ওই গ্রামের বাসিন্দা মহিদুল হকের সঙ্গে তাদের মেয়ে আদুরি খাতুনের বিয়ে হয়। কিন্তু মৃতার স্বামী ভিন রাজ্যে কর্মরত।শ্বশুর বাড়িতে শ্বশুরশাশুড়ির সঙ্গে থাকতো আদুরি।স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার শ্বশুর মান্নান কুনজরে দেখতো ওই গৃহবধূকে।দেওয়া হতো বিভিন্ন প্রস্তাব।এমনকি মৃতার শাশুড়ি এই নিয়ে বুঝতে পারলেও কোন প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু কিছুদিন আগে ওই গৃহবধূ শশুরের আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তার বাবার বাড়ির লোককে সমস্ত ঘটনা জানায়। বাবার বাড়ির লোকেরা গৃহবধূর স্বামীকেও বিষয়টি নিয়ে বলে।সেই সময় তার স্বামী বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেয়।মৃতার বাবার বাড়ির লোকের সন্দেহ তাদের মেয়ে প্রতিবাদ করেছিল বলেই সেই রাগে তার শশুর গতকাল রাতে আদুরিকে খুন করেছে।গৃহবধূর বাবার বাড়ির লোকেরা বিষয়টি যখন জানতে পারে তারা এসে দেখে শ্বশুরবাড়ির ঘরে একটি খাটের মধ্যে পড়ে রয়েছে আদুরির মৃত দেহ। শশুর এবং শাশুড়ি দুজনেই পলাতক। তারপরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় শশুড় এবং শাশুড়ির নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে মৃতার বাবা। মৃতদেহ উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। অভিযুক্তদের খোঁজে চলছে তল্লাশী।

জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগী কল্যাণ কমিটির বৈঠকের আয়োজন

জলপাইগুড়ি : রোগী ও আত্মীয় পরিজন দের সুবিধার জন্য সভা অনুষ্ঠিত হলো।জলপাইগুড়ি গ্ুণ্ডত মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য বৃহস্পতিবার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জলপাইগুড়ি গ্ুণ্ডত মেডিকেল কলেজের সভা কক্ষে।রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ডক্টর প্রদীপ কুমার বর্মার উপস্থিতে ও এম এস ভিপি ডক্টর কল্যান খাঁ সহ আরও অন্যন্য হসপিটালের চিকিৎসক এর উপস্থিততে আজকের এই বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।সভার মূল বিষয়বস্তু ছিল জলপাইগুড়ি গ্ুণ্ডত মেডিকেল কলেজের বাইরে আশেপাশে বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রাস্তা ঘাট থেকে নিকাশি ব্যবস্থার কিভাবে সমাধান করা যায়। পাশাপাশি জলপাইগুড়ি গ্ুণ্ডত মেডিকেল কলেজের ভিতরেও কিছু সমস্যা রয়েছে।তাও কিভাবে সমাধান করা যায়।তা নিয়ে ও আলোচনা হয়েছিল আজকের সভাতে।

উত্তর দিনাজপুরে চোরাই বাইক পৌঁছে দিতে গিয়ে মারধর করল দুই পাচারকারী

উত্তর দিনাজপুর : চুরি যাওয়া বাইক পৌঁছতে গিয়ে জনগণের বেধড়ক মার খেলেন দুজন পাচারকারী। বাইক পাচারকারীর অভিযোগ সে জানতো না ওগুলো চুরি যাওয়া বাইক। ৫০০ টাকার বিনিময়ে বাইক পৌঁছানোর দায়িত্ব নিয়েছিল। অভিযুক্তের দাবি মোহনপুরের আজাদ নামক ব্যক্তি তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিল। গাড়িগুলি ভাটোল থেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার সময় জনরোসের মুখে পড়ে পাচারকারী।যদিও ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় দুটি বাইক সহ পাচারকারীদের।

উত্তর দিনাজপুরে ইনসাফ যাত্রা বের করলেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

উত্তর দিনাজপুর। বৃহস্পতি বার উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী থানার অন্তর্গত দোমহনা থেকে টুঙ্গিদিঘী অবদি ১২ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে ইনসাফ যাত্রা নিয়ে পদযাত্রা মিছিল DYFI এর, এদিনের এই পদযাত্রা মিছিলে উপস্থিত ছিলেন DYFI রাজ্য কমিটি সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জি। সহ রাজ্য সভাপতি ধ্রুব জোতি সাহা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন করণদিঘী বিধানসভা এলাকায় DYFI এর কর্মীরা। টুঙ্গিদিঘীতে পথসভা করলেন মিনাখী মুখার্জী।

জাগরণ যাত্রা সাফল্যের লক্ষে তুফানগঞ্জ শহরে মিছিল করলো দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন

কোচবিহার । জাগরণ যাত্রা সাফল্যের লক্ষে তুফানগঞ্জ শহরে মিছিল করলো দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। ২১শে নভেম্বর দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান বংশীবদন বর্মনের নেতৃত্বে কোচবিহার জেলার গোসানিমারি, রাজপাট থেকে কোচবিহার রাজবাড়ি পর্যন্ত কোচবিহারে রাজবংশী ভূমিপুত্র মানুষদের নিয়ে একটি জাগরন যাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। সেই জাগরন যাত্রা সাফল্যের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ শহরের হরিধাম মোড় থেকে একটি মিছিল শুরু হয় মিছিল শুরু করে গোটা তুফানগঞ্জ শহর পরিক্রমা করার পর পুনরায় হরি ধাম মরে এসে মিছিলটি শেষ হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করছে : বীরেন্দ্র ওঁরাও

আলিপুরদুয়ার : কালচিনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করল তৃণমূল কালচিনি ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও। এদিন ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাও সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান কেন্দ্রীয় সরকার গরীব জনগণের ১০০ দিনের কাজের পারিশ্রমিক আটকে দিয়েছে। এদিন বীরেন্দ্র ওরাও জানান কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষের প্রতি বঞ্চনা করছে। আগামী দিনে এই নিয়ে আরো আন্দোলন হবে । এবং যতদিন ওবধি সাধারণ মানুষ নিজের পারিশ্রমিক টাকা না পাচ্ছে ততদিন আন্দোলন চলবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাধো ওরাও সহ তৃণমূলের কালচিনি ব্লকের একাধিক নেতৃত্বরা ।

চন্দননগরের আলোয় আলোকিত জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি : চন্দননগরের আলোয় আলোকিত জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়ির বন্ধু সমিতি ক্লাব ও পাঠাগার, নেতাজি মর্ডান ক্লাব সহ জলপাইগুড়ির বিগ বাজেটের কালীপূজো কমিটিগুলো ইতিমধ্যেই পূজোর প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। জোর কদমে চলছে মন্ডপ এবং আলোকসজ্জার কাজ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ির বিভিন্ন দোকানে মাটির এবং ইলেকট্রিক প্রদীপ, মোমবাতি, ফানুস এবং বিভিন্ন ধরনের রঙিন টুনি লাইট কিনতে ব্যস্ত ক্রেতারা। বিভিন্ন দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গেলো। খুশি বিক্রেতারাও।

ম্যাস্ট্রিক রোডের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব

শিলিগুড়ি : ম্যাস্ট্রিক রোডের উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব।এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি ম্যাস্ট্রিক রোডের, আর সেই দাবি পূরণ করলো শিলিগুড়ির মেয়র তথা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর গৌতম দেব। বিগত সময় একাধিকবার রাস্তা তৈরি হলেও তা ক্ষণস্থায়ী। তার ওপর অল্প বৃষ্টিতে জল জমার কারণে ওই এলাকার রাস্তা গুলি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। সেই ভাবনা নিয়ে ম্যাস্ট্রিক রোড বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় গৌতম দেব। ২৬ ও ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সীমান্ত বরাবর এই রাস্তা তৈরি করতে ২৬ লক্ষ্য টাকা খরচ হয়েছে বলে জানান মেয়র।শুক্রবার রাস্তাটি শুভ সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার,৪ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান জয়ন্ত সাহা,মেয়র পরিষদ শিক্তা দে বসু রায়।

লোকাল বাসস্ট্যান্ড স্থানান্তরিত করার বিরোধিতায় মৌন প্রতিবাদে সামিল বাস এন্ড মিনিবাস জয়েন্ট একশন ফোরাম

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির লোকাল বাস স্ট্যান্ড স্থানান্তরিত করার বিরোধিতা করে শিলিগুড়ির গান্ধী মূর্তির পাদদেশে মৌন প্রতিবাদে সামিল হলো বাস এন্ড মিনিবাস জয়েন্ট একশন ফোরাম। শুক্রবার দুপুরে তারা প্রতিবাদে সামিল হয়। অন্যদিকে এদিন দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে বৈঠক সারেন মেয়র গৌতম দেব। সেই বৈঠকে বাস মালিক সংগঠনকে ডাকা হলেও তারা সেখানে যায়নি বরং বাস স্ট্যান্ড যাতে সরানো না হয় তার দাবি তুলে বিক্ষোভে সামিল হয়। তাদের স্পষ্ঠ বক্তব্য কোনোভাবেই বাসস্ট্যান্ড সরানো যাবে না। অন্যদিকে গৌতম দেব স্পষ্ট জানিয়ে দেন শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য এই বাসস্ট্যান্ডকে সরাতেই হবে এবং বাস মালিকদের নতুন বাস স্ট্যান্ড ব্যবহার করতেই হবে। এমনকি টোটো চলাচলের ক্ষেত্রেও নিয়ন্ত্রণ আনা হবে বলে মেয়র জানান।

কোচবিহারের সিতাইয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা বোমা সহ গ্রেফতার ৫ জনের ডাকাত দল

কোচবিহার : বড়োসড়ো সাফল্য পেল সিতাই থানার পুলিশ।কালীপুজোর আগেই ডাকাতির ছক করতে গিয়ে, পাঁচজন ডাকাতকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। সিতাই থানার অন্তর্গত শিঙিমারী নদীর চর থেকে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে এই ডাকাত দলকে ধরতে সক্ষম হয় সিতাই থানার পুলিশ। এদের থেকে প্রচুর পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র সহ বোমা তৈরির প্রচুর সরঞ্জাম পাওয়া গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে টুটুল বর্মন,প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, মহা আলম শেখ, আনিসুল ইসলাম, বাসের আলী। এদের মধ্যে তিনজন আসামের বাসিন্দা। এদের থেকে প্রচুর পরিমাণে বোমা তৈরির সরঞ্জাম,১০ প্যাকেট চকলেট বোম, আটটি তাজা বোমা, একটি দেশি পিস্তল এবং গুলি সেই সাথে চারটি মোটর বাইক উদ্ধার হয়েছে।এদিন তাদের দিনহাটা মহকুমা আদালতে তোলা হয়।এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তারা কোথা থেকে পেল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কোচবিহার সিতাই থানার পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজত দাবি করেছে সিতাই থানার পুলিশ। কালীপুজোর আগে এত বড়ো সাফল্যতে কার্যত খুশি এলাকার মানুষ।

বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন চা বাগানের শ্রমিকেরা

শিলিগুড়ি : দীপাবলির আগে বোনাস মেটানোর কথা বলে বেপাত্তা চা বাগান কর্তৃপক্ষ।শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরার তিরহানা চা বাগানে বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন চা বাগানের শ্রমিকেরা। আজ সকাল থেকেই বেপাত্তা হয়ে যায় বাগান কর্তৃপক্ষ।এদিকে সাতসকালে বোনাসের আশায় বাগানে জড়ো হয়েছিলেন শ্রমিকরা।তবে বাগান কর্তৃপক্ষের দেখা মেলেনি। গত ২রা নভেম্বর বোনাসের দাবিতে ম্যানেজারকে ঘেরাও করার পর বৈঠক হয়।অভিযোগ, গতকাল রাতেও শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হবে বলে লিখিত দেয় বাগান কর্তৃপক্ষ।লিখিত দেওয়ার পরেও আজ সকাল থেকে বেপাত্তা হয়ে যায় কর্তৃপক্ষ।এরপরই বোনাসের দাবিতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন চা শ্রমিকরা।বোনাস না পেলে আঃেদালন চলবে হুঁশিয়ারি দেন শ্রমিকরা।এদিন চা শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন।ইউনিয়নের সদস্য নির্জল দে জানান, শ্রমিকদের স্বার্থে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন রয়েছে।বিষয়টি শ্রমমন্ত্রী ও শ্রম সচিবকে জানানো হয়েছে।শ্রমিকদের দাবীদাওয়া নিয়ে লড়াই চলবে।

রাজ্যের শাসক দলের উপর রেশন দুর্নীতি সহ একাধিক দুর্নীতি নিয়ে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ বিজেপির

শিলিগুড়ি : রাজ্যের শাসক দলের উপর রেশন দুর্নীতি সহ একাধিক দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে মাটিগাড়া বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ বিজেপির। বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে শহরের মূল রাস্তা পরিক্রমা করে বিডিও অফিসের সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয়।এরপর তারা মিছিলের মধ্য দিয়ে শাসকদলের উপর একের পর এক ক্ষোভ উগরে দেয়।এদিনের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মানবেন্দ্র সিনহা, মাটিগাড়া বিজেপি মন্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষ সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সড়কে পড়ে হারিয়ে যাওয়া ফোন, ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে উদ্ধার

জলপাইগুড়ি : ধুপগুড়ি ট্রাফিক গার্ডের মানবিক মুখ চোখে পড়ল সাংবাদিকের ক্যামেরায়। জানা যায় সকালে মর্নিং ডিউটিতে ছিল ট্রাফিক গার্ডে সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় ভৌমিক তিনি ডিউটি করা অবস্থায় একটি মোবাইল ফোন কুড়িয়ে পায়। তারপর তিনি ওই মোবাইল ফোনটি জমা দেন ট্রাফিক গার্ডে । তারপর সেই মোবাইল ফোনটিতে ফোন আসে, যার ফোন তার বাড়ি খগেনহাট এক মহিলা তিনি নাকি ব্যাংকে এসেছিলেন এবং মোবাইল ফোনটা হারিয়ে যায় ভাবছেন যে মোবাইল ফোনটি হারিয়ে তিনি আর মোবাইল ফোন মনে হয় পাবেন না কিন্তু মোবাইল ফোনটি ট্রাফিক গার্ডের সহযোগিতায় পেয়ে তিনি খুশি এবং ট্রাফিক গার্ডকে সকল পুলিশ কর্মীকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। তার সাথে সিভিক সঞ্জয় ভৌমিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ডিজে ও আতশবাজির কারণে পরিবেশ দূষণ বন্ধে সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন

শিলিগুড়ি : দীপাবলি হোক আলোর উৎসব দীপাবলিতে নিষিদ্ধ করা হোক বাজি ও ডিজে এমনই দাবি তুলে এবং দীপাবলিতে বাজে থেকে পরিবেশ দূষণ রোখার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করল হিমালয়ান নেচার এন্ড এডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন। শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে থেকে এই পদযাত্রাটি শুরু হয় পদযাত্রাটি শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে। দীপাবলিতে যাতে সকলে বাজি এবং ডিজে বর্জন করে এর দাবি তুলে ধরা হয়।

স্বামীর বিবাহ বর্হিভুত সম্পর্কের সন্দেহে শিশুকন্যাকে আছড়ে খুন করলো স্ত্রী

মানিচক : স্বামীর বির্বাহ বর্হিভুত সম্পর্কের সন্দেহবশত চারমাসের শিশুকন্যাকে আছড়ে খুন করার অভিযোগ উঠল মায়ের বিরুদ্ধে।ঘটনাটি মালদার মানিকচক থানার নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়াজটোলা গ্রমে। ঘটনার পর থেকে পলাতক মা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিচক থানার পুলিশ। অভিযুক্ত মায়ের নাম ফেন্সি বিবি।১০ বছর আগে নুরপুরের পিঁয়াজটোলার বাসিন্দা শেখ ইয়াসিনের সাথে তার বিয়ে হয়। বর্তমানে তাদের চার কন্যা সন্তান আছে।বিয়ের পর থেকেই বাড়িতে অশান্তি লেগেই থাকতো।শুধু তাই নয়,ফেন্সি বিবির সাথে তার জা ভাসুরদের সঙ্গে বচসা লেগেই থাকতো। ফেন্সি বিবির সন্দেহ করতো তার স্বামী সঙ্গে তার জায়ের বিবাহ বর্হিভুত সম্পর্ক রয়েছে। গত মাসে ফেন্সি বিবির জা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন।এরপরইয় ফেন্সি বিবির সন্দেহ আরো জোরাল হয় স্বামীই এই পুত্র সন্তানের বাবা। এই নিয়ে পরিবারের চরম অশান্তি শুরু হয়। এমনকি জোরকরে নবজাত পুত্র সন্তানটিকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করে। এতে নবজাতক পুত্র সন্তান গুরুতর আহত হয়। ফেন্সি বিবির বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগও করে তার ভাসুর। তারপর থেকেই ফেন্সি বিবি হুমকি দিতে থাকে নিজের মেয়েকে খুন করে, খুনের অভিযোগে ফাঁসাবে নিজের ভাসুর ও জাকে।এরপর নিজের চার মাসের শিশু কন্যাকে মাটিতে জোরে আছড়ে মারে মা ফেন্সি বিবি।যার ফলে গুরুতর আহত হয় চার মাসের শিশুকন্যা।শিশুদের চিৎকারে পাড়াপড়শিরা এসে উদ্ধার করে।এই সুযোগে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ফেন্সি বিবি।চার মাসের শিশু কন্যাটি গুরুতর আহত হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা চিকিৎসার জন্য মানিকচক হাসপাতালে ভর্তি করে।শিশুটির অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকরা মালদা জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করে।কিছুদিন মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শিশুটির চিকিৎসা করে।কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকরা শিশুটিকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। শিশুটির বাবা শেখ ইয়াসিন কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি। শিশুটির মৃত্যু হয়। শিশু কন্যার মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে বাবা। মৃত শিশু কন্যাকে কোলে নিয়ে মানিকচক থানায় হাজির হয় বাবা শেখ ইয়াসিন।নিজের স্ত্রী ফেন্সি বিবির বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। পরিবারের আত্মীয় সাবুর শেখ বলেন, শুধুমাত্র ভাসুর ও তার স্ত্রীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে নিজের শিশুকন্যাকে মাটিতে আছাড় মারে ফেন্সি বিবি। ফেন্সি বিবি চেয়েছিল, তার শিশু কন্যার খুনের অভিযোগ ভাসুর ও তার স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাতে।তার উপযুক্ত শাস্তির দাবী জানান তিনি। মানিকচক থানার পুড়িশ সুত্রে জানা জিয়েছে,অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ফেন্সি বিবির খোঁজ শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য সুস্থ পরিবেশ গড়া, হরিশ্চন্দ্রপুরের বিষনপুরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের শিলান্যাস

মালদা : পরিছন্নতার পরিচয় যত্রতত্র আবর্জনা নয়। সুস্থ পরিবেশ গড়ে উঠুক প্রকৃতির হাত ধরে'। এই স্লোগানকে সামনে রেখে মালদা জেলায় হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নং ব্লকের বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েত বিষণপুর গ্রামের সুফিয়াবাড়ি মাঠ এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করা হল শুক্রবার দিন। পরিবেশবিদদের মতে, পরিবেশ আবর্জনা মুক্ত থাকলেই মানুষ হবেন রোগ মুক্ত। গড়ে উঠবে সুস্থ এবং সুন্দর সমাজ। সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই নতুন উদ্যোগ সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরে পৌরসভা ভিত্তিক এলাকায় নোংরা আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা থাকলেও পঞ্চায়েত ভিত্তিক গ্রাম্য এলাকায় এতদিন পর্যন্ত এই রাজ্যে এই রকম কোনও প্রকল্প সেভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে গ্রামে যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলস্বরূপ দেখা যায় ম্যালেরিয়া টাইফয়েড থেকে প্রাণঘাতী ডেঙ্গি। এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ অফিসার শাহাজান আলী, প্রধান রাজিব খান ও উপপ্রধান প্রণয় দত্ত,গ্রাম পঞ্চাতের সদস্য সহ বিশিষ্টজনেরা। বিষণপুর গ্রামে বাসিন্দা কৌশল্লা মন্ডল বলেন,এই প্রকল্প হওয়ার আমরা খুব খুশি।তবে এই গ্রামে একটি পি এইচ ই হওয়ার আছে,দ্রুত কাজ শুরু হলে আমরা উপকৃত হবো। এদিন বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান প্রণয় দত্ত বলেন, আজকে বিষনপুর সুফিয়াবাড়ি মাঠ এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেঃট প্রকল্পের শুভ শিলান্যাস করা হল।এই প্রকল্পে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে দুটি আলাদা আলাদা পাত্রে পচনশীল এবং অপচনশীল বস্তু রাখা হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লোকেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট হাবে জমা করবে। সেখান থেকে সার তৈরি করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে লাগানো হবে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কারের দাবিতে ইসলামপুর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ করেছে বিজেপি

উত্তর দিনাজপুর : পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, কুখ্যাত দুষ্কৃতী ও দুর্নীতিবাজ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্ত্রীসভা থেকে বহিস্কার ও শাস্তির দাবিতে ইসলামপুর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ বিজেপির। শুক্রবার দুপুরে ইসলামপুর শহর বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে থেকে মিছিল করে ইসলামপুর বিডিও অফিস চত্বরে বিজেপির মিছিল আটকে দিলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পরে বিজেপির নেতৃত্বরা। অন্যদিকে বিডিও অফিসে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির একাধিক নেতৃত্বরা।

অসমের বিহু শিল্পীরা জলপাইগুড়ি তে

জলপাইগুড়ি : অসমের কামাখ্যা মন্দির এবার উত্তরবঙ্গের তিস্তাপারের শহর জলপাইগুড়িতে। শহরের গোমস্তাপাড়া এলাকায় কালীপুজোয় দর্শণার্থীদের নজর কাড়তে নবারুণ সংঘের এবারের উপস্থাপনা অসমের কামাখ্যা মন্দির। শুক্রবার রাতে এই পুজোর উদ্বোধন হল অসমের সংস্কৃতি বিহুর আবহে। খোদ অসমের বিহু শিল্পীরা শহরে এসে এই পুজোর উদ্বোধনে সামিল হয়ে তাদের রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বিহু নাচে গানে মাতিয়ে তুললেন দর্শনার্থীদের। তাদের এমন অনুষ্ঠান দেখে সবাই দারুণ মোহিত হয়ে পড়েন। অসমের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সেই রাজ্যের স্বাদ পেলেন জলপাইগুড়ির বাসিন্দারা। অসমের বিহু শিল্পীরাও ভীষন অভিভূত জলপাইগুড়ির আপ্যায়ন পেয়ে। তারা জানালেন, জলপাইগুড়িতে এসে নিজেদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে এবং সবাইকে আনন্দ দিতে তারা খুবই আপ্লুত।

মধ্যরাতে দুটো বাইকের সংঘর্ষে গুরুতর যখন ২। চাঞ্চল্য এলাকায়

জলপাইগুড়ি দিনমজুরের কাজ করে বাইকে করে এশিয়ান হাইওয়ে ৩১ডি রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলেন পবিত্র রায় নামে এক ব্যক্তি। ফাটাপুকুর সংলগ্ন চায় ব্রিজের পাশে রাস্তা পারাপার হওয়ার সময় জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ির দিকে আগত অপর আরেকটি বাইক এসে সজোরে ধাক্কা মারে পবিত্র রায়ের বাইকে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় দুই ব্যক্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর তড়িঘড়ি তাদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এরপর বাইক দুটোকে উদ্ধার করে রাজগঞ্জ থানা নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

বোনাসের দাবিতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ INTTUC সমর্থিত চাবাগানের শ্রমিকদের

শিলিগুড়ি : পুজোর বোনাস নিয়ে টালবাহানা মালিকপক্ষের। দীপাবলির আগে বোনাস মেটানোর দাবি করেও বোনাস না দিয়ে বেপাত্তা শিলিগুড়ি মহাকুমার বাগডোগরার তিরহানা বাগান কর্তৃপক্ষ। বোনাসের দাবিতে গতকাল বাগান বন্ধ রেখে বিক্ষোভ করে চা শ্রমিকরা। চা শ্রমিকদের বিক্ষোভে বাগান কর্তৃপক্ষের হেলদোল না হওয়ায় আজ বাগডোগরা পানিঘাটাগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো আইএনটিটিইউসির সমর্থিত তিরহানা চাবাগানের চা শ্রমিকরা। পথ অবরোধের জেরে বাগডোগরা পানিঘাটা রাস্তার দুপাশে যানজট সৃষ্টি হয়। চা শ্রমিকদের অভিযোগ বোনাস না পেলে অবরোধ ও আঃেদালন চলবে।আইএনটিটিইউসর জেলা সম্পাদক রঞ্জন চিকবড়াইক জানান বাধ্য হয়ে পথে নামতে হয়েছে। মালিকপক্ষ বোনাস না দিয়ে ভেগে গিয়েছেন।বোনাসের দাবিতে এই পথ অবরোধ। তবে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে চা শ্রমিকদের আশ্বাস দিলে পথ অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকরা।

'নিষিদ্ধ শব্দ বাজি নয় আলোর উৎসব হোক আলোকিত' এই বার্তায় পথে নেমেছে বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন

শিলিগুড়ি : নিষিদ্ধ শব্দ বাজি নয় আলোর উৎসব আরো আলোকিত হোক।এই বার্তা নিয়ে সমাজের বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংগঠন পথে নেমেছে।আজ শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবের কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন শহরের সংগঠন গুলো।সাংবাদিকদের জানাতে গিয়ে একাধিক সংগঠন গুলো হতাশার সুরে জানান যে কাজ প্রশাসনের করা উচিৎ তা তাঁরা নিজেদের উদ্দ্যোগে করছেন।সূর্যনগর সমাজ কল্যাণ সংস্থার সম্পাদক আশিষ ব্রহ্ম জানান আলোর উৎসব শুধু আলোর উৎসবই হোক।নেফের তরফ থেকে দীপ নারায়ণ তালুকদার জানান কাওয়াখালি তে বাজির বাজারে পরিবেশ বান্ধব আতসবাজির নামে দেদার নিষিদ্ধ শব্দ বাজি বিকচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডগায়।অনিমেষ বোস জানান সকলের প্রয়াসে এটা রোধ করা সম্ভব।কলকাতার সবুজ মঞ্চের তরফ থেকে হাইকোর্টে কেস করা হয়েছে।শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এর সভাপতি রুপক দে সরকার জানান শহর শিলিগুড়ি কে বাঁচাবার জন্য প্রশাসনের কোনো হেলদোল না থাকায় সকলে মিলে শহর শিলিগুড়ি কে দুষণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে।আইন অনুসারে রাত ৮টা থেকে ১০পর্যন্ত যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে বাজি ফোঁটানোর জন্য।যদি রাত ১০টার পরে বাজি ফাটে তাহলে তাদের কে ফোন করে বিস্তারিত জানালে সেই তথ্য তাঁরা সবুজ মঞ্চ কে পাঠাবেন।সেই কারনে তিনটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করা হয়েছে সেটি হলো ৯৯৩২৬৫৩৭৯৮,৯২৩৩৪২৪১০১,৯৪৩৪১০৬৫৩০।

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের লক্ষ লক্ষ টাকা টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ উঠল এবার রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন বিডিও নিশিত কুমার মাহাতোর বিরুদ্ধে

মালদা : পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের লক্ষ লক্ষ টাকা টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ উঠল এবার রতুয়া ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন বিডিও নিশিত কুমার মাহাতোর বিরুদ্ধে। বেআইনিভাবে জলের সাব মার্সিবাল পাম্প বসানোর টেন্ডার করেছিলেন বিডিও বলে অভিযোগ। ৭৫ লক্ষ টাকার টেন্ডার করা হয়। কিন্তু বেশ কিছু পাম্প না বসিয়ে বিল পাস করে দেওয়া হয়।তার পছন্দের কিছু ঠিকাদারকে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ।এমনই একাধিক অভিযোগ তুলেছেন রতুয়া দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস ।মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি দূর করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন।কিন্তু তার আমলাদের একাংশ নানা দুর্নীতিতে যুক্ত এই অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস।তিনি জানান বিডিওর দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি কলকাতা হাইকোর্টেও দারস্ত হয়েছিলেন।বিচারপতি তার অভিযোগের তদন্ত করার জন্য জেলা শাসক কে নির্দেশ দেন।অভিযোগ কিন্তু জেলা শাসক এখনো সেই তদন্ত শুরু করেনি।ইতিমধ্যেই রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের বিডিও নিশিত কুমার মাহাতো বাঁকুড়া জেলায় ডিএমডিসিতে কর্তব্যরত রয়েছেন। তদন্ত শুরু করার জন্য পুনরায় জেলা শাসকের কাছে লিখিত আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস।রতুয়া দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস জানান,তার সময় রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের বিডিও একের পর এক দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি বিডিওকে বাধাও দিয়েছিলেন।কিন্তু বিডিও তাকে অন্ধকারে রেখেই ব্লক চালাতেন।পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকার টেন্ডার দুর্নীতি যুক্ত বিডিও কিছু কাজ করিয়েছিলেন।বিডিওর দুর্নীতির বিষয় নিয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাস।বিচারপতি গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে জেলা শাসককে নির্দেশ দেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত জেলা শাসক হাইকোর্টের নির্দেশ মানেনি।তাই তিনি আবার জেলা শাসকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন এর পরও যদি জেলা শাসক তদন্তের নির্দেশ না দিলে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অনশনে বসতে বাধ্য হবেন তিনি।এই বিষয়ে মালদা জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।অভিযোগটি প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।আর যদি অভিযোগটি মিথ্যে হয় তাহলেও আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর ।মালদা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রণব কুমার ভট্টাচার্য জানান,রতুয়া দুই নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি শ্যামলী দাস যে বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে যথেষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছেন তার তদন্ত এখনো শুরু হয়নি।আসলে তদন্ত শুরু হবেই বা কি করে তদন্ত হলে তো তৃণমূলের নেতারাই ফেঁসে যাবে। আজকে শিক্ষা,থেকে রেশন থেকে খাদ্য থেকে চাকরি থেকে আবাসের ঘর থেকে সবকিছু ক্ষেত্রেই তো অর্থ তছরুপ হচ্ছে ।এক্ষেত্র তাই হয়েছে। তবে তৃণমূল নেত্রী শ্যামলী দাসের সাথে মালদা জেলা কংগ্রেস পাশে রয়েছে।দক্ষিণ মালদা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী জানান,এন আর ই জি এস প্রকল্প সহ আরও বেশকিছু প্রকল্পে মালদা জেলা জুড়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তার কোন তদন্ত শুরু হয়নি। যার ফলে সাধারণ মানুষ হাইকোর্টে যাচ্ছে।আর হাইকোর্ট থেকেই যে নির্দেশ দিচ্ছে সে নির্দেশ অনুযায়ী জেলা শাসক সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করছে না।

সম্পাদকীয়

ভারতে 'লাভ জিহাদ' এর বিপরীতে এবার 'লাভ ট্র্যাপ' নিয়ে প্রচারণা

একটি বিতর্কিত তত্ত্ব, যেটাকে কিছু হিন্দু গোষ্ঠী 'লাভ জিহাদ' বলে থাকে – যে তত্ত্ব মতে মুসলিম পুরুষরা 'কৌশলে হিন্দু নারীদের ফাঁদে ফেলে ও তাদের ধর্মান্তরিত করে'। এর পক্ষে উপযুক্ত তেমন কোন প্রমাণ না থাকলেও বছরের পর বছর এই মতবাদ ভারতে প্রচলিত হয়ে আসছে। এবারে এর ঠিক বিপরীত এক তত্ত্ব – যেখানে বলা হচ্ছে হিন্দু পুরুষরা 'ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিম নারীদের ফাঁদে' ফেলার চেষ্টা করছে – এটি অনলাইনে ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। এটাকে বলা হচ্ছে ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ এবং এক্ষেত্রেও উপযুক্ত কোন প্রমাণ নেই বললেই চলে। কিন্তু এটিকে নিয়ে সহিংসতা ছড়ানো বন্ধ হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার ছিল। আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, বলছিলেন মরিয়ম, দক্ষিণ ভারতের এক মুসলিম নারী, যিনি সম্প্রতি অনলাইনে আপত্তিকর সব বার্তা পাওয়ার কথা মনে করছিলেন। মরিয়ম তার আসল নাম নয়। তিনি অনলাইন আক্রমণের শিকার হন, যেটাকে বলে 'ডক্সিং অ্যাটাক'। তার সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য অনলাইনে প্রকাশ করে দেয়া হয়। হিন্দু পুরুষদের পাশে দাঁড়ানো তার ছবি সামাজিক মাধ্যম থেকে নিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। অভিযোগ তোলা হয়,

তিনি অন্য ধর্মের মানুষের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছেন। অনলাইনে তাকে যারা আক্রমণ করেছে তাদের কাছে এটা নিষিদ্ধ একটা ব্যাপার। এই দাবিটি ছিল মিথ্যা। ছবির পুরুষগুলো ছিল তার বন্ধু, এখানে কোন প্রেমের ব্যাপার ছিল না। তবে আক্রমণকারীরা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকেনি। তারা বলতে থাকে যে আমি হিন্দু পুরুষদের পাশে শুই। তারা আমার বাবামাকে আক্রমণ করে এবং আমার বেড়ে ওঠা নিয়ে প্রশ্ন তোলে, বলেন তিনি। ভিন্ন ধর্মের কারো সাথে সম্পর্কে জড়ানো রক্ষণশীল ভারতীয় পরিবারগুলোতে এখনো নিষিদ্ধ একটা ব্যাপার। মরিয়মের বিশ্বাস যে সমস্ত অনলাইন অ্যাকাউন্ট থেকে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে সেগুলোর পেছনে কিছু মুসলিম পুরুষরা আছে। তারা মনে করে মরিয়ম ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপে পড়েছে। 'ভাগওয়া' অর্থ গেরুয়া রং, যেটি হিন্দুত্ববাদের প্রতীক বলে মনে করা হয়। সমালোচকদের মতে হিন্দুত্ববাদ এমন একটা আদর্শ যা চরম ডানপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচার করে। সেদিক থেকে ভাগওয়া হিন্দুত্ববাদের সমার্থক হিসেবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ তত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী পুরুষরা মুসলিম মেয়েদের নানা 'প্রলোভনে ফেলার' চেষ্টা করে এবং তাদের নিজেদের সম্প্রদায় থেকে বের করে আনে। এই ধারণার কথা প্রথম অবশ্য মুসলিম পুরুষরাই ছড়ান, যাদের অনেকেই এখন আতঙ্কিত যে এর চর্চা এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এরকম ধারণা পোষণকারী কয়েকটি অ্যাকাউন্ট মালিকের সাথে বিবিসি কথা বলে এবং তারা যে উদাহরণগুলো দিচ্ছে সেগুলো খতিয়ে দেখে। কিন্তু আসলেই যে কোন ষড়যন্ত্র চলছে এমন কোন প্রমাণ আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমগুলোতে এটি ব্যাপকভাবে এখনো ছড়ানো হচ্ছে এবং ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ এই কথাটা এ বছরের মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত ২ লাখ বারের বেশি ব্যবহার হয়েছে। এর প্রভাব এখন বাস্তবেও পড়তে শুরু করেছে। গত মে মাসে মধ্য প্রদেশে ধারণ করা একটি ভিডিও অনলাইনে পোস্ট হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, দুই মেডিকেল শিক্ষার্থী, একজন মুসলিম নারী ও একজন হিন্দু পুরুষ, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কুটারে করে ফিরছে। রাস্তায় তাদের ঘিরে ধরেছে একটা জমায়েত, ভিড় দেখে মনে হয় তারা মুসলিম পুরুষ এবং মুসলিম মেয়েটিকে তাদের ধর্মের উপর লজ্জা বয়ে এনেছে বলে তিরস্কার করছে। ইসলামের অবমাননা কেউ করতে পারবে না, তাদের একজন চিৎকার করে বলে এবং অন্যরা হিন্দু ছেলেটিকে আক্রমণ করে। বিবিসি এরকম ১৫টি ভিডিও নিরীক্ষা দেখেছে, এ সবগুলোই মোটামুটি একই ধরণ অনুসরণ করে হাতাহাতিতে গিয়েছে। আরেকটি পুরনো এবং পরিচিত তত্ত্ব লাভ জিহাদের ঠিক উল্টো হচ্ছে 'ভাগওয়া লাভ ট্র্যাপ'। 'লাভ জিহাদ' অনুযায়ী মুসলিম পুরুষরা হিন্দু নারীদের প্রলোভনে ফেলে এবং অনলাইনে এই তত্ত্ব বহু বছর ধরে হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ছড়িয়ে আসছেন। ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিয়ে ভারতে এখন খুবই সীমিত, বেশিরভাগ বিয়েই এখানে পারিবারিকভাবে ঠিক করা হয়। ভারতের দুটি সংবাদ সংস্থা তাদের স্বাধীন অনুসন্ধানের মাধ্যমেও এই মতবাদের পক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পায় নি।

জানা অজানা

আগামী যুগ শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ হবে

সুনীল কুমার দে

আগামী যুগ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ হবে।কথা টা হয়তো অনেকের কাছেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে।শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের অবতার।শুধু অবতার নন,অবতার বরিষ্ঠ।তিনি সব দেবদেবীর জমাট বাঁধা রূপ।তাঁর মধ্যে সব দেব দেবীর মিলন ঘটেছে।শ্রীরামকৃষ্ণ কে কেনো এতো ভালো লাগে একটু দেখা যাক। শ্রীরামকৃষ্ণ একজন সাধক,মহাপুরুষ, অবতার ও ভগবান ছিলেন কিন্তু বাইরে কোনো বিভূতির প্রকাশ ছিলো না।তিনি কোনো জন্তর মন্তর করেননি,কোনো অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ করেন নি,তিনি মরা মানুষ কে বাঁচান নি ,কারো রোগ ভালো করেন নি তাই তাঁকে এত ভালো লাগে। তিনি একজন একনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন কিন্তু বামনাই ছিলো না।তিনি কামারের মেয়ে ধনী কামারিণী কে ভিক্ষা মাতা করেছিলেন,তার ঘরে খেয়েছিলেন।তিনি জাতি ভেদ প্রথা মানতেন না।তিনি পৈতে খুলে রেখে দিয়েছিলেন জাতের অহংকার হবে বলে তাই তো তাঁকে এত ভালো লাগে। তিনি শিশুর মতো সরল,আকাশের মতো উদার,ফুলের মতো সুন্দর,সাগরের মতো গভীর,চাঁদের মতো কোমল,সূর্য্যের মতো জ্যোতির্ময় পুরুষ ছিলেন তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে। তিনি সকল ধর্মকে মানতেন।সকল ধর্মের মানুষ কে ভালো বাসতেন।সকল ধর্ম মত ও পথ কে শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন।পাপী ধার্মিক, আস্তিক নাস্তিক সবাই কে বুকে টেনে নিতেন।পতিত পতিতা লম্পট ,মাতাল চরিত্র হীন সকল মানুষকে কৃপা করতেন।ভক্তি ও জ্ঞান দিতেন তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে। তিনি হিন্দুর কাছে হিন্দু,মুসলমানের কাছে মুসলমান,খ্রিষ্টানের কাছে খ্রিস্টান, বৈষণবের কাছে বৈষ্ণব,শাকত্বের কাছে শাক্ত, নিরাকার বাদীদের কাছে নিরাকার বাদী ছিলেন।তাঁর কাছে সকল ধর্মের ও সকল মত ও পথের লোক আসতো।ঠাকুর সবার কথা শুনতেন,সবাই কে ভালো বাসতেন।সবাই মনে করতো তিনি আমাদের দলের লোক।তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে। তিনি বিয়ে করেছিলেন কিন্তু সংসার করেন নি।নিজের ধর্ম পত্নী মা সারদামনি কে মায়ের আসনে বসিয়ে পুজো করেছিলেন।তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন।তাঁর সন্ন্যাসী নাম হলো রামকৃষ্ণ পরমহংস কিন্তু গেরুয়া পরেন নি,সংসার ত্যাগ করেন নি।তিনি কোনো নুতন ধর্ম সৃষ্টি করেন নি।কোনো ইজমের জন্ম দেন নি,নিজের ভাব জোর করে কারো ঘাড়ে চাপান নি,তিনি গুরু গিরি করেন নি,কোনো ভণ্ডামি করেন নি,তাই তো তাঁকে এতো ভালো লাগে। তিনি মানুষ কে পাপী বলেন নি,অনন্ত নরকের ভয় দেখান নি,সবাই কে সংসার ছাড়তে বলেন নি,ভগবান কে ভালোবাসতে বলেছেন, তাঁকে আপন করতে বলেছেন,সবাই কে তিনি ঈশ্বরের সন্তান বলেছেন তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ কে এতো ভালো লাগে।তাই বললাম আগামী যুগ শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ হবে।

প্রাচীন কঙ্কাল থেকে যেভাবে জানা যেতে পারে আধুনিক রোগ মুক্তির উপায়

সৌম্য দাস
প্রাবন্ধিক

হাজার হাজার বছর আগে যে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলো মানুষকে সংক্রমিত করেছিল সেগুলোর ডিএনএ এখনও তাদের কঙ্কালে আটকে আছে। তাদের কাছ থেকে নতুন কী তথ্য পাওয়া যেতে পারে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা।

ষোল শতকে বর্তমানে মেক্সিকো নামে পরিচিত অঞ্চলটিতে হঠাৎ করেই জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস পায়।

ইউরোপীয়রা অঞ্চলটি দখল করার পর সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে আর তার ফলে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী মারা যায়।

সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত সবাই ধারণা করতো ইউরোপীয়রা তাদের সাথে করে ইউরোপ থেকে রোগটি নিয়ে এসেছিল – তবে এর জন্য কোন জীবাণু দায়ী ছিল তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিজ্ঞানীদের একটি দল এখন সেই সময়ে প্রাদুর্ভাবের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের দাঁত থেকে প্রাচীন ভাইরাল ডিএনএ বের করেছে। এই কঙ্কালগুলো নিউ মেক্সিকোতে ঔপনিবেশিক যুগের হাসপাতাল এবং গির্জার নিচে সমাহিত ছিল।

ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা গেছে, আক্রান্তরা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস এবং হিউম্যান বি ১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছিল, যাতে মূলত প্রাণীরা আক্রান্ত হয়।

গবেষকরা আরও দেখেছেন ইউরোপ থেকে নয়, বরং ভাইরাসগুলো সম্ভবত আফ্রিকা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

ভাইরাসগুলোর উৎস আফ্রিকান বলে মনে হচ্ছে আর আমরা যে তিনটি দেহ বিশ্লেষণ করছি তারাও জিনগতভাবে আফ্রিকান ছিল, বলেন ইউনিভার্সিডাড ন্যাসিওনাল অটোনোমা ডি মেক্সিকোর ইন্টারন্যাশনাল ল্যাবরেটরি ফর হিউম্যান জিনোম রিসার্চের সহকারী অধ্যাপক মারিয়া সি আভিলা আরকোস।

সেই সময়ে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং উপনিবেশবাদীরা আফ্রিকানদের জোরপূর্বক দাস বানিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরের অ্যামেরিকা মহাদেশে নিয়ে গিয়েছিল। জাহাজের মানবেতর অবস্থার কারণে সংক্রমণ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

এই মানুষগুলোকে অপহরণ করে একবারে অমানবিক অবস্থায় ঠাসাঠাসি করে অস্বাস্থ্যকর জাহাজে নেয়া হয়েছিল, বলেন আভিলা আরকোস।

আমেরিকার আদিবাসীরা এর আগে কখনও এই ভাইরাসের সংস্পর্শে আসেনি। ফলে এর সংক্রমণে তারা ঝুঁকিতে পড়ে। এটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বড় একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

ইতিহাসের পুনর্লিখন

শতাব্দী পুরনো কঙ্কাল থেকে ডিএনএর মাধ্যমে প্রাচীন যুগের রোগের কারণ অনুসন্ধান নিয়ে কাজের ক্ষেত্র প্যালিওমাইক্রোবায়োলজির জগতে এটি এক নতুন আবিষ্কার। এই ডিএনএ পুনর্গঠন করে বিজ্ঞানীরা ব্যক্তির মৃত্যুর শত শত বা হাজার বছর পরও একটি রোগ বা অবস্থা নির্ণয় করতে পারেন। আমরা কীভাবে আমাদের অতীতকে দেখি এবং বুঝি তাতে এই কৌশল বদল আনছে।

গুটিবসন্তের কথাই ধরা যাক। এই বিধ্বংসী রোগে কেবল ২০ শতকেই আনুমানিক ৩০ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তবে গুটিবসন্ত সৃষ্টি করা ভ্যারিওলা ভাইরাসের উৎপত্তির বিষয়টি সবসময়ই অস্পষ্ট ছিল।

প্রাচীন বিবরণ থেকে ইতিহাসবিদরা ধারণা করেছিল গুটিবসন্ত প্রায় ১০ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দের পুরনো। কিন্তু এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ছিল না।

লিথুয়ানিয়ান একটি মমি থেকে প্রাপ্ত ডিএনএতে দেখা গেছে এতে আক্রান্ত হওয়া সবচেয়ে পুরনো ঘটনাটি ছিল ১৭ শতকের।

তবে ২০২০ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বারবারা মুহলেমান নামের একজন পিএইচডি শিক্ষার্থী এবং তার সহকর্মীরা ৬০০ খ্রিস্টাব্দের ভাইকিং কঙ্কালের দাঁত থেকে ভেরিওলা ভাইরাস বের করার পর সময়টি আরও পিছিয়ে ধরা হয়। ডেনমার্ক, নরওয়ে, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্যের ১১টি সমাধিস্থল থেকে এই পাওয়া কঙ্কাল নিয়ে এই গবেষণা করা হয়েছিল। বাণিজ্যের দীর্ঘ ইতিহাস থাকা সুইডেনের পূর্ব উপকূলের ওল্যান্ড নামের একটি দ্বীপের একাধিক কঙ্কালেও গুটিবসন্ত পাওয়া গেছে।

এতে দেখা গেছে গুটিবসন্তের প্রথম নিশ্চিত হওয়ার ঘটনাটি এক হাজার বছর আগের। গবেষণাটি সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয় যে ইউরোপ এবং এর বাইরে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করা ভাইকিংরা তাদের সাথে করে গুটিবসন্তও নিয়ে গিয়েছিল।

আর এর মধ্যে প্রাচীনডিএনএ পরীক্ষাও প্লেগের উৎপত্তির বিষয়ে আলোকপাত করেছে। ১০১টি কঙ্কালের দাঁত থেকে মাইক্রোবিয়াল ডিএনএ নিয়ে ২০১৫ সালে এক গবেষণায় করা হয়।

এতে দেখা যায় প্লেগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ওয়াই.পেস্টিস প্রথম নথিভুক্ত প্লেগ মহামারীর অন্তত তিন হাজার বছর আগে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।

গবেষকরা সাতটি কঙ্কালের ডিএনএতে ওয়াই.পেস্টিস ব্যাকটেরিয়া খুঁজে পেয়েছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে পুরনো জন মারা গেছে ৫ হাজার ৭৮৩ বছর আগে।

যদিও আধুনিক প্লেগ সাধারণত সংক্রামিত মাছি বহনকারী ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, গবেষণায় দেখা গেছে খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার অব্দ পর্যন্ত প্লেগ ব্যাকটেরিয়া মাছিকে সংক্রমিত করার জন্য প্রয়োজনীয় মিউটেশন অর্জন করেনি।

এর আগে এটি সম্ভবত মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে কম গুরুতর নিউমোনিক প্লেগ হয়।

মাছিকে সংক্রমিত করার ক্ষমতা একবার অর্জন করার পর এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আর এর ফলে বুবোনিক প্লেগের (ব্ল্যাক ডেথ) প্রাদুর্ভাব ঘটে। ১৪ শটকের এই মহামারী ইউরোপের অর্ধেক মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

আমাদের আরেকটি গুরুতর রোগ সিফিলিসকে দেখার দৃষ্টভঙ্গি বদলে দিয়েছে প্রাচীন ডিএনএ।

আগে ধারণা করা হতো, ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকায় তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসার ঠিক পরে ১৪৯৫ সালে ইতালি থেকেই ইউরোপে প্রথম সিফিলিসের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

যৌন সংক্রমিত রোগটি সেই সময়ে নেপলস রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা করা ফ্রান্সের রাজা অষ্টম চার্লসের পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

পরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দুর্বল করে দেয়া এই রোগটি দ্রুতই ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

নতুন বিশ্বে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের আগমনের সঙ্গে এমন রোগ আসে যার সম্মুখীন স্থানীয় জনগণ আগে কখনও হয়নি।

কলম্বাস আর তার কর্মীরা প্রথম সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসার ঠিক পরে এই প্রাদুর্ভাব ঘটায় বেশিরভাগ ইতিহাসবিদরা ধারণা করেছিলেন সিফিলিস ইউরোপে সেই সময়ে পরিচিত 'নতুন বিশ্ব' থেকে ছড়িয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ভিন্ন তত্ত্বের দিকে ঝুঁকছে বিশ্ব।

ইউনিভার্সিটি অফ বাযল এবং ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখের প্রত্নতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ভেরেনা শুয়েনম্যানের নেতৃত্বে ২০২০ সালে একটি দল সিফিলিসের ক্ষতের বৈশিষ্ট্যযুক্ত নয়টি কঙ্কাল থেকে ডিএনএ বের করে।

দেহাবশেষগুলো ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া এবং নেদারল্যান্ডসের সমাধিস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল।

গবেষকরাট্রেপোনেমা প্যালিডামের জীবাণুর অন্তত তিনটি পৃথক ধরন শনাক্ত করেন যা সিফিলিস, ইয়াওএর মতো রোগ সৃষ্টি করে এবং এটি এখন শুধু ক্রান্তীয় অঞ্চলে পাওয়া যায়।

কঙ্কাল এবং কফিনের কার্বনের মাত্রা থেকে জানা যায় তারা ১৫ শতকের প্রথম থেকে শেষের সময়ে মারা গিয়েছিল।

আর কলম্বাস তার প্রথম সমুদ্রযাত্রা থেকে ফিরে আসার আগেই সিফিলিস ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সিফিলিস ব্যাকটেরিয়ার মিউটেশন হারের উপর ভিত্তি করে করা গণনায়ও দেখা যায় এই রোগের উৎপত্তি কলম্বাস আসার আগে হয়েছে।

আমরা জানি যে জীবাণুর বিস্তার বাণিজ্য পথের সঙ্গে সংযুক্ত, বলেন শুয়েনম্যান।

সিফিলিস, প্লেগ এবং কুষ্ঠ রোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যখনই মানুষ ভ্রমণ এবং বাণিজ্য বিনিময় শুরু করেছে, তারা জীবাণুদেরও ভ্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে।

অন্যদিকে, এর মানে হল কেবল মাইক্রোবিয়াল ডিএনএ প্রাচীন মহামারীর ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানাতে পারে। ডিএনএ নিজে কোন সমস্যা না। যদিও সময়ের সাথে সাথে ডিএনএর গুণাগুণ হ্রাস পায়, তারপরও গবেষকরা দশ লাখ বছর আগে বেঁচে থাকা একটি ম্যামথের জিনোম সিকুয়েন্স তৈরি করেছেন।

তবে সম্ভবত প্রায় ১২ হাজার বছর আগে যখন মানুষ কৃষি ও কৃষিকাজ শুরু করেছিল তখনও মানুষ মহামারী সৃষ্টি করার মতো পর্যাপ্ত সংস্পর্শে আসত না।

আসলে রোগগুলো ছড়িয়ে পড়ার জন্য আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণ মানুষের প্রয়োজন, তাই আমরা প্রথম শহরগুলোর দিকে এই রোগগুলো দেখতে পাই।

যখন মানুষ বসতি স্থাপন শুরু করেছিল তখনই মহামারী আঘাত হানে, বলেন শুয়েনম্যান।

দাঁতের থেকে সূত্র

প্রাচীন মাইক্রোবিয়াল ডিএনএর জন্য এক দুর্দান্ত জায়গা হল দাঁতের গোঁড়ায় জমে থাকা ক্ষুদ্র কণা বা ফলক।

সঠিকভাবে ব্রাশ না করলে এই আঠালো অংশটি দাঁতের উপর ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে দাঁতের ক্ষয় এবং মাড়ির রোগ সৃষ্টি করে। অবশেষে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি শক্ত হয়ে মুখের মধ্যে থাকা প্রাচীন ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের ডিএনএকে ভেতরে আটকে রাখে।

এই মাইক্রোবিয়াল জিনোম ডিকোডিং বিজ্ঞানীদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্যের ভান্ডারে পৌঁছানোর সুযোগ করে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ইউরোপে মধ্যযুগে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসার ইতিহাসকে একত্র করার জন্য বহুজাতিক চিকিৎসা প্রকল্প মানব দাঁতের ফলক ব্যবহার করছে।

রোমের স্যাপিয়েঞ্জা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইমানুয়েলা ক্রিস্টিয়ানির নেতৃত্বে একটি দল ইংল্যান্ডের পিটারবোরোতে সেন্ট লিওনার্ডস এবং ফ্রান্সের সেন্টথমাস ডি'আইজিয়ারের মধ্যযুগীয় সমাধিস্থল থেকে খনন করা দাঁতের পাথরি পরীক্ষা করেছে।

দলটি কিছু কঙ্কালে আদার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে যা থেকে বোঝা যায় এটি দিয়ে দাঁতের রোগ চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়েছিল।

উদাহরণস্বরূপ, ১১ শতকের একজন বিখ্যাত চিকিৎসক কনস্টানটাইন দ্য আফ্রিকান কুষ্ঠরোগের কারণে হওয়া পেটের ব্যথা উপশমে আদা এবং অন্যান্য মুখে খাওয়ার ভেষজ চিকিৎসা প্রস্তুত করার বিষয়ে লিখে গেছেন।

কিছু রোগীর মধ্যে পারদও পাওয়া গেছে, যা ত্বকের সমস্যা ঢেকে রাখতে এবং ব্যথা উপশমকারী মলম হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

এর থেকে এটিও বোঝা যায় যে ভুক্তভোগীদের কেবল বিচ্ছিন্ন রাখার পরিবর্তে তাদের যত্নও নেওয়া হতো।

হৃদরোগ এবং আলঝেইমার নির্ণয়

দাঁতের ডিএনএ সিকুয়েন্সের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় তার কী কী সংক্রামক রোগ হয়েছিল সেটা ছাড়াও আরও অনেক কিছু বলা সম্ভব।

ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি একজন ব্যক্তির মুখের মাইক্রোবায়োমে অর্থাৎ মুখের ভেতর ও চারপাশে থাকা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় ঝাঁক কেমন ছিল তা প্রকাশ করতে পারে।

এই তথ্য আবার প্রাচীনকালে অসংক্রামক রোগ বা এনসিডি'র ব্যাপকতা সম্পর্কে আমাদের জানাতে পারে।

এনসিডি হলো একটি দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা যা কেবল একটি নির্দিষ্ট সংক্রমণের ফলে হয় না। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এবং আলঝেইমার।

পেনসিলভানিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবিক নৃবিজ্ঞানী অ্যাবিগেল গ্যাঙ্কজ বলেন, কয়েক দশক আগের গবেষণায় দেখা গেছে কীভাবে মৌখিক স্বাস্থ্য এবং মাইক্রোবায়োমে এই অবস্থাগুলোর সাথে সম্পর্কিত।

বুবোনিক প্লেগের মতো রোগে আক্রান্তদের এই কঙ্কাল পূর্ব লন্ডনের সমাধিস্থলে পাওয়া যায়, যাতে শতাব্দী পরও ভাইরাল ডিএনএ থাকতে পারে।

একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে গ্যাঙ্কজ যুক্তি দেন মুখের মাইক্রোবায়োমে এবং এনসিডির মধ্যে সংযোগ এতটাই সুপ্রতিষ্ঠিত যে প্রাচীন মানবগোষ্ঠী এগুলোর মধ্যে দিয়ে গেছে কি না তা অনুমান করতে হয়তো আমরা প্রাচীন মাইক্রোবিয়াল ডিএনএ ব্যবহার করতে পারি। যদিও এগুলোকে প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে আধুনিক রোগ হিসেবে ধরা হয়, তবে পূর্বপুরুষের মধ্যে তা কতটা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা নেই।

কারণ এনসিডি সিংহভাগ কঙ্কালে কোনও স্বতন্ত্র চিহ্ন রেখে যায় না। তবে আজকের মতো একই পরিমাণে না হলেও এই রোগগুলোর উপস্থিতির লক্ষণ রয়েছে।

প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্যের লিখিত বর্ণনার সঙ্গে ডায়াবেটিসের মিল পাওয়া যায়, যেমন প্রস্রাবের মিষ্টিগন্ধের বিবরণ, বলেন গ্যাঙ্কজ।

অনুমান করা হয় অতীতে মানুষদের জীবন ছিল সংক্ষিপ্ত ও নৃশংস, তবে তাদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিল এবং এই অসংক্রামক রোগগুলোতে আক্রান্ত হয়েছে।

গ্যাঙ্কজ এনসিয়েন্ট সিস্টেম্যাটিক ডিজিজ প্রজেক্টের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার লক্ষ্য প্রাচীন মানব মাইক্রোবায়োমে এবং এনসিডির উপস্থিতির মধ্যে যোগসূত্র উন্মোচন করা।

সাময়িকী

তিন সপ্তাহে ৩৮ লক্ষ বিয়ে, পাঁচ লক্ষ কোটি টাকা খরচ

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

বৃহস্পতিবার থেকে ভারতে শুরু হচ্ছে বিয়ের মরসুম। দেশের ৩০টি বড় শহর থেকে হিসাব পাওয়া গেছে যে অন্তত ৩৮ লক্ষ বিয়ে হবে আগামী কয়দিনে, যার জন্য কম করে চার লক্ষ ৭৪ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে। ব্যবসায়ীদের একটি সর্বভারতীয় সংগঠন এই হিসাব সামনে এনেছে। এইসব বিয়ের অনুষ্ঠানগুলিতে এমন ৫০ হাজার বিয়েও আছে, যার প্রত্যেকটিতে এক কোটি টাকারও বেশি খরচ হবে আবার সাত লক্ষ বিয়ের বাজেট তিন লক্ষ টাকার নিচে থাকবে। আরও ৫০ হাজার বিয়ের বাজেট ৫০ লক্ষ টাকা। কলকাতায় এক বাঙালি পরিবার বাড়ির একমাত্র মেয়ের বিয়েতে মোটামুটি ভাবে ২০ লক্ষ টাকা খরচ করতে চলেছেন এই মরসুমেই।

আবার এক লক্ষ টাকারও কমে ছেলের বিয়ের আয়োজন করতে চলেছেন, এমন অভিভাবকও আছেন। ওই ব্যবসায়ী সংগঠনটি বলছে, শুধু দিল্লিতেই চার লক্ষ বিয়ে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে মোট সওয়া এক লাখ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তারা দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতা সহ ভারতের ৩০টি শহরের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। গত বছর এই একই বিয়ের মরসুমে ভারতে ৩২ লক্ষ বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল আর সেই সব বিয়ের আয়োজনে খরচ হয়েছিল পৌনে চার লাখ কোটি রুপি।

ব্যবসায়ীদের সংগঠন কনফেডারেশন অফ অল ইণ্ডিয়া ট্রেডার্সের সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ খাণ্ডেলওয়াল বিবিসিকে বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী আর বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীরা মাস কয়েক আগেই বোনাস আর ইনসেন্টিভ পেয়েছেন, তাই মানুষের হাতে ছেলে মেয়ের বিয়েতে খরচ করার মতো যথেষ্ট অর্থ রয়েছে এখন। বেশ কয়েক বছর কোভিডের ভয়ে মানুষ আনন্দ উৎসবে সেরকম জাঁকজমক করতে পারে নি। এবছর একেবারে নির্ভয়ে মানুষ যেমন দেওয়ালি পালন করার জন্য রেকর্ড পরিমাণ খরচ করেছে, তেমনই শীতকালের এই বিয়ের মরসুমেও আরেকটা রেকর্ড হতে চলেছে।

দেওয়ালিতে সারা দেশে তিন লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। বিয়ের মরসুম সেই পরিমাণকেও ছাড়িয়ে যাবে, বলছিলেন মি. খাণ্ডেলওয়াল।

ভারতের অতি জাঁকজমকপূর্ণ বিয়ে শাদির অনুষ্ঠানগুলিকে সাধারণ ভাবে 'দ্য বিগ ফ্যাট ইণ্ডিয়ান ওয়েডিং' বলা হয়ে থাকে। মি. খাণ্ডেলওয়াল বলছিলেন, বিয়ের কেনাকাটার মধ্যে শাড়ি, লেহেঙ্গা ইত্যাদির জন্য মোট ব্যয়ের ১০ খরচ করেন ভারতীয়রা আর গয়নাগাঁটিতে ১৫, বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের পিছনে পাঁচ শতাংশ ব্যয় হয়। একটি বিয়ের আয়োজনে মোট যা খরচ হয়, তার অর্ধেক যায় কেনাকাটা করতে, বাকি অর্ধেক ব্যয় হয় বিভিন্ন পরিষেবা কিনতে। আর বিয়ের আয়োজনের এইসব পরিকল্পনা করে দেওয়ার জন্য আছেন ওয়েডিং প্ল্যানাররা। বিয়ের মরসুমের শুরুতেই সেরকমই একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সাজিয়ে দিয়েছেন দিল্লির ইভেন্ট ম্যানেজার ও ওয়েডিং প্ল্যানার সীরাট গিল।

বিয়ের অনুষ্ঠানের দিনে যা খরচ হয়, মোটামুটিভাবে তার ৫০ অনুষ্ঠানস্থল ভাড়া আর কেটারিংয়ের ব্যয় হয়। এর বাইরে ডেকোরেশনের জন্য ১৫, ছবি আর ভিডিও তোলার জন্য ১০ খরচ হয়, সাত শতাংশ মদের জন্য, পাঁচ শতাংশ বিনোদন, তিন শতাংশ কনে আর আত্মীয়দের মেকআপ আর ১০ অন্যান্য বিভিন্ন পরিষেবার পেছনে খরচ করা হয়, যার মধ্যে আমাদের মতো ওয়েডিং প্ল্যানারদের ফি'ও থাকে। ভারতীয় সিনেমাসিরিয়ালে যেরকম বিয়ের অনুষ্ঠান দেখা যায়, অনেকটা সেভাবেই নিজেদের বিয়ের অনুষ্ঠানকে সাজাতে চান বেশিরভাগ বরকনে। সেজন্য উত্তর ভারতীয় বেশির ভাগ বিয়ের অনুষ্ঠান অনেকটা একই রকমের হয়ে যায় – কোনটা কার বিয়ের অনুষ্ঠান, আলাদা করে চেনার উপায় থাকে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। ওয়েডিং প্ল্যানার সীরাট গিল বলছিলেন, কাপলরা, বিশেষত বিয়ের কনেরা সেলিব্রেটি আর সামাজিক মাধ্যমে ট্রেণ্ডিং বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো দেখেই নিজেদের বিয়ের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সাজান। একেকটা মরসুমে যেটা ট্রেণ্ড করে, বেশিরভাগ কনে সেটাই অনুকরণ করেন। তার ফলে সারা দেশে মোটামুটিভাবে একই ধরণের বিয়ের অনুষ্ঠান দেখা যায়। অনেক বরকনেই যেমন অতি জাঁকজমক পূর্ণ অনুষ্ঠান করার দিকে ঝোঁকেন, তেমনই কোভিড পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখছি এরকম বিয়ের সংখ্যাও বাড়ছে, যেখানে পাত্রপাত্রীরা বিয়ের অনুষ্ঠানটাকে একেবারেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে সারছেন খুব বেশি খরচ না করে, বলছিলেন সীরাট গিল। উত্তর ভারতীয় বিয়ের রীতি নীতি অনুসরণ করে অনেক বাঙালি পরিবারেও আজকাল 'মেহেন্দি' আর 'সঙ্গীত' -এর মতো অনুষ্ঠান বিয়ের আয়োজনের অনুষঙ্গ হয়ে গেছে। বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের সাজ সজ্জাও অনেক ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় বিয়ের অনুষ্ঠানের মতোই করা হয়। কিন্তু তার বাইরে বাঙালি পরিবারে বিয়ের যে চিরাচরিত রীতি, সেই অনুযায়ী বিয়ের সংখ্যাও অনেক। যে পুরনো রীতি মেনেই ২৮শে নভেম্বর মেয়ের বিয়ে দেবেন কলকাতার বাসিন্দা চৈতালি চ্যাটার্জী। বিবিসিকে তিনি বলছিলেন, আমাদের পুরণো বাড়ি, গোটা বাড়ি আলো দিয়ে সাজাচ্ছি, অনেক আত্মীয়স্বজন টানা কয়েকদিন থাকবেন। বিয়ে আর বৌভাতের দিন বাদ দিয়ে তাই প্রতিদিন দুশো লোকের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। ওইসব ওয়েডিং প্ল্যানারট্যানার আমাদের বাড়িতে চলবে না। আমরা যেভাবে পরিবারে বিয়ে দেখে এসেছি, সেভাবেই মেয়ের বিয়ে দেব। নাচগানও হবে, তবে সেসব বাড়ির মেয়েদের নিজেদের মধ্যেই। আমার মেয়ে সামাজিক মাধ্যমে ওইসব জাঁকজমক পূর্ণ বিয়ের অনুষ্ঠান যে দেখেনি তা নয়, কিন্তু ও নিজে চায় একেবারে চিরাচরিত ভাবে বিয়ে করতে। সেভাবেই আয়োজন হচ্ছে, বলছিলেন মিসেস চ্যাটার্জী। ব্যবসায়ী সংগঠনটি যেমন বলছে মানুষের হাতে অর্থ এসেছে, তাই ছেলে মেয়ের বিয়েতে 'হাত খুলে' খরচ করছেন তারা, তেমনই খুব কম বাজেটেও বিয়ের অনুষ্ঠান করছেন।

পাঠকের চিঠি

বেতন না পেয়ে হাসপাতালে কর্মবিরতি

অল ইন্ডিয়া গ্লোবাল লিমিটেড নামক সংস্থার অন্তর্গত একশো বাহান্নজন ওয়ার্ড বয়,ওয়ার্ড গার্ল,হাউস স্কিপিং, নিরাপত্তারক্ষী সিউড়ি সদর হাসপাতালে কাজ করে । নভেম্বর মাসের তেইশ তারিখ পেরিয়ে গেলেও বেতন না পাওয়ায় হাসপাতালের সামনে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়ে কর্মবিরতি করে কর্মীরা । এরফলে বেকায়দায় পড়েছে রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা । নাজিমা খাতুন বলেন, পরিষেবা পাচ্ছি না চাদর নেই বাথরুমে জল নেই । ওয়ার্ডে লোক নেই । ইউএসজি হয় নি । বেতন বাকি আছে কাজ করবে না বলছে । আইএনটিটিইউসি সিউড়ি শহর সভাপতি রাজীব দাস বলেন, কোম্পানি বিভ্রান্ত করছে । হাসপাতালের দশতলা একশো বাহান্নজন কাজ করে । বেতন না পাওয়া পর্যন্ত কাজ করবে না বলছে । কোম্পানি ফোনের সুইচ অফ করে রেখে দিয়েছে । সুপারকে জানিয়েছি । উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবো । হাসপাতালের হাউস স্কিপিং কর্মী তপন চক্রবর্তী বলেন, আমাদের দুইমাসের বেতন বাকি । হাউস স্কিপিং,ওয়ার্ড বয়,ওয়ার্ড গার্ল, নিরাপত্তারক্ষী আছে । বেতন না যদি পাই তাহলে আংদোলন চলবে । হাসপাতাল সুপার নীলাঞ্জন মন্ডল বলেন, স্টেট থেকে চেষ্টা করছে । আমরা অনুরোধ করছি কাজ বন্ধ না রাখার জন্য ।

অভিক মিত্র, সিউড়ি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ২০১৩১৪ সালের ৩৭ জন অফিসারের মধ্যে ২৫ জনকে এসআইটির তলব, তদন্তের আওতায় ২০১৪ সালের ১২ জন,ইতিমধ্যে ২ জনকে গ্রেপ্তার

প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর কাজ শেষ, এবার সরকারকে বাকিটা করতে হবে বলে মন্তব্য বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এপিএসসি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা তদন্ত কমিশন রাজ্য সরকারকে জমা দেওয়া দুটি প্রতিবেদন অনুসারে এবার অনিয়ম ভাবে নিযুক্তি প্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্তার নেতৃত্বে গঠন করে দেওয়া ছয় সদস্যের এসআইটি ৩৭ জন অফিসারের তালিকা প্রস্তুত করে যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে। এবার এই কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে ২৫ জনকে পালক করেছে এসআইটি। তাছাড়া ২০১৪ সালের ১২ জন অফিসার এসআইটির তদন্তের আওতায় আসতে চলেছে। এ কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে প্রতিবেদন দাখিল করে নিজের কাজ শেষ করেছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা। তিনি বলেছেন এবার বাকি কাজটি সরকারকে করতে হবে।

প্রসঙ্গত এপিএসসি নিযুক্তি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে সবিস্তার তদন্ত করে ইতিমধ্যে দুটো প্রতিবেদন দাখিল করেছে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা কমিশন। প্রতিবেদনে ২০১৩১৪ সালে নীতি নিয়ম বহির্ভূতভাবে অসৎ উপায়ে কিংবা টাকার বিনিময়ে নিযুক্তি পাওয়া ৩৭ জন অফিসারের নাম উল্লেখ রয়েছে। সম্প্রতি এই তালিকায় নাম থাকা তথা যোরহাট জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত শাজাহান সরকার এবং ওদালগুরি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে এসআইটি। তাদের আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। অবশেষে আদালত তাদের পাঁচ দিনের হেফাজতে পাঠিয়েছে। তবে এবার সেই তালিকা থেকে আরো ২৫ জনকে তলব করে সমান পাঠানো হয়েছে। এই ২৫ জন অফিসারকে মহানগরের কাহিলীপাড়া স্থিত অসম পুলিশের বিশেষ শাখার কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত বর্তমান হেফাজতে থাকা এপিএস শাজাহান সরকার এবং এপিএস ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়াকে ব্যাপকভাবে জেরা করছে এসআইটি। জিজ্ঞাসাবাদে দুজনই এসআইটিকে বিস্ফোরক তথ্য জানিয়েছেন। এই সংক্রান্তে এসআইটি আদালতের দাখিল করা ফরওয়ার্ডিং রিপোর্টে এই বিস্ফোরক তথ্যের খোলাসা হয়েছে। শাজাহান সরকার এবং এপিএস ঐশ্বর্য জীবন বড়ুয়া ইতিমধ্যে নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে দুজনের জালিয়াতির তথ্য। দুজনেই মূল উত্তর খাতার সঙ্গে সংযোগ করেছিলেন ভুয়া উত্তরের পৃষ্ঠা। বেশ কয়েকটি বিষয়ের উত্তর খাতার সঙ্গে তারা দুজন এভাবে ভুয়া উত্তরে পৃষ্ঠা সংযোগ করেছিলেন বলে জানা গেছে।

এদিকে ২০১৩১৪ সালের মোট ৩৭ জনের তালিকা প্রস্তুত করে দুজনকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি ২৫ জনের বিরুদ্ধে সমন জানি করেছে এসআইটি। তাছাড়া ২০১৪ সালের আরো ১২ জন অফিসার এই তদন্তের আওতায় আসার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে। এই ১২ জনের মধ্যে রয়েছেন ১ জন এসিএস, ৪ জন এপিএস, ২ কর অধিক্ষক, ১ জন ডিটিও, ৩ জন আবগারি অধিক্ষক, ১ জন কর পরিদর্শক। তাছাড়া বহু অফিসার এসআইটির তৎপরতা প্রত্যক্ষ করে ইতিমধ্যে আত্মগোপন করেছেন। একইভাবে একাংশ অগ্রিম জামিন পাওয়ার আশায় আইনজীবীদের শরণাপন্ন হয়েছেন। অন্যদিকে এপিএসসি নিযুক্তি কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মা বলেন তিনি তার কাজ করে দিয়েছেন। তিনি ইতিমধ্যে কেলেঙ্কারি সংক্রান্তে যাবতীয় তথ্য সন্নিবিষ্ট করে প্রতিবেদন আকারে সরকারের হাতে জমা করে দিয়েছেন। তার কাজ শেষ। এবার সরকারকে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

টুকরো খবর

এপিএসসি কেলেঙ্কারি সহ দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি বিজেপি সরকারকে সাধারণ জনতার আস্থাভাজন করে তুলেছে বলে মন্তব্য মুখপাত্র জুরি শর্মা বরদলৈর

তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলের ১৫ বছরে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে সক্রিয় করে তোলা হয়েছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কংগ্রেস সরকারের ১৫ বছরের কার্যকালে রাজ্যের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থা এক প্রকারের দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের নোংরা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এপিএসসি কেলেঙ্কারি সহ দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি বিজেপি সরকারকে সাধারণ জনতার আস্থাভাজন করে তুলেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলীয় মুখপাত্র জুরি শর্মা বরদলৈ। তিনি বলেন তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের আমলের ১৫ বছরে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা তদন্তকারী সংস্থাগুলোকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার সক্রিয় করে তুলেছে। এর জন্য রাজ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র জুরি শর্মা বরদলৈ বলেন ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন অসম সরকার দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা শুন্য সহনশীলতা নীতির মাধ্যমে সংস্কার করে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অধিক স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট করে তুলেছে। কংগ্রেসের ১৫ বছরের কার্যকালে সারা রাজ্যজুড়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হওয়া নোংরা পরিবেশের ফলে সাধারণ জনতা সম্পূর্ণ প্রশাসনের উপরে আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। বিশেষ করে সরকারি বিভাগ গুলোর কার্যালয়ের প্রতিটি স্তরে সংগঠিত দুর্নীতি সাধারণ মানুষকে পঙ্গু করে তুলেছিল। এমনকি এপিএসসিতে সংগঠিত ব্যাপক দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের ফলে যুব প্রজন্মের প্রশাসনিক নিযোগের উপরে আস্থা হারিয়ে গেছিল। 'ক্যাস ফর জব' নীতির মাধ্যমে ১৫ বছর তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার অসমের হৃদপিণ্ড স্বরূপ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে তুলেছিল বলে রাজ্য বিজেপি মুখপাত্র অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন এই ধরনের পরিস্থিতিতে ২০১৬ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠনের পর থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি মেনে রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি দুর্নীতিমুক্ত করার ক্ষেত্রে একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তরুণ গগৈ সরকারের আমলে ১৫ বছর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা দুর্নীতি নিবারক শাখা, সিআইডি, সিএম ভিজিলেন্স, বিআইইও ইত্যাদি রাজ্য সরকারের অধীনস্থ অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলোকে সক্রিয় করে তুলেছে বিজেপি সরকার। অসম লোকসভা আযোগের ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রাকেশ পালের নেতৃত্বে প্রশাসনিক সেবার অফিসার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অর্থের লেনদেন হওয়ার কথা দুর্নীতি নিবারক শাখা ইতিমধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি নেতৃত্বাধীন সরকার অত্যন্ত কঠোরভাবে দুর্নীতি নিবারক শাখার মাধ্যমে এপিএসসি কেলেঙ্কারি তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে আযোগের অধ্যক্ষ ছাড়াও নিযুক্তি কেলেঙ্কারিতে জড়িত প্রতিজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করার প্রক্রিয়া চলছে। পরবর্তীকালে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ নামা দাখিল করা হবে। এই মামলাগুলো যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয় এবং দোষীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা যায় সেটার জন্য বিশেষ লোক আইনজীবীকে সরকার নিযোজিত করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিজেপি মুখপাত্র বলেন বাঁকা পথে তরুণ গগৈ নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার থেকে নিযুক্তি পাওয়া দুর্নীতিগ্রস্ত ৫৭ জন প্রশাসনিক পদাধিকারীকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে এই সরকার। ২০২১ সালে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ২০১৩ এবং ২০১৪ সালে বাঁকা পথে নিযুক্তি পাওয়া কোনো দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার যাতে বেঁচে না যায় সেটার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করার জন্য বিচারপতি বিপ্লব কুমার শর্মার নেতৃত্বে একজন সদস্যের ন্যায়িক আযোগ গঠন করে দিয়েছেন। এই আযোগের অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন পাওয়ার পরেই সম্পূর্ণ বিষয়টির তদন্ত করার জন্য এসআইটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। এই এসআইটি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিষয়টির দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখপাত্র জুরি শর্মা বরদলৈ বলেন যে সময় কংগ্রেস তথা বিরোধী বহু নেতা বিপ্লব কুমার শর্মা কমিশনের প্রতিবেদন সম্পর্কে সরকারের স্থিতির উপর সন্দেহ করেছিল সেই সময় সরকার এক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ায় বিরোধী পক্ষের মুখে চুন দেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন গৃহ বিভাগ ইতিমধ্যে ড্রাগস সিন্ডিকেট, দুর্নীতি, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিরবিচ্ছিন্নভাবে দৃঢ় পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে। অন্যদিকে বাল্যবিবাহ, জমির দালাল, পুলিশের দালাল ইত্যাদি আইন বিরোধী কাজকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে এ সরকার দুর্নীতি ভ্রষ্টাচার এবং অনিয়মের সঙ্গে কোনো ধরনের আপোষ করবে না সেটা ইতিমধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছে। কংগ্রেসের শাসনকালে প্রশাসনিক বিভাগগুলোতে ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার পাশাপাশি দরিদ্র সাধারণ জনতাকে লুণ্ঠন করে এক প্রকার অসমের সমাজ ব্যবস্থাকে এক নিরাশাময় করে তুলেছিল। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার গঠনের পর ত্বরান্বিত ভাবে প্রশাসনিক সংস্কার করার পাশাপাশি উচ্চ পদস্থ অফিসার সহ সরকারি কার্যালয়ের কর্মচারী পর্যন্ত তথা তাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সংলগ্ন হয়ে থাকা দালাল গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্বচ্ছ করতে সক্ষম হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রশাসনিক অফিসার, কর্মচারীদের জনহিতার্থে কাজ করার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়ে তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার স্থিতি নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের প্রতি সাধারণ জনতার আস্থা, বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। তাছাড়া নতুন প্রজন্মের যুবকযুবতীরা ভবিষ্যতে দিনের ক্ষেত্রে এক আশার সঞ্চার দেখতে পারছেন বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র জুরি শর্মা বরদলৈ।

গলা পর্যন্ত মদ গিলে বারে ভাঙচুর, মারপিট গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার এবং ছাত্রর

তিনজনকে ছয় মাসের জন্য মহাবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি হোস্টেলে প্রবেশে আজীবন নিষেধাজ্ঞা, ১৫ জনকে তিন মাসের জন্য মহাবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডাক্তারকে ঈশ্বরের অন্য এক রূপ বলে ভাবা হয়। কারণ ডাক্তার অত্যন্ত জটিল থেকে গুরুতর অসুখ সারিয়ে তুলে রোগীদের নির্ঘাত মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু সেই ডাক্তার যদি মাতাল হয়ে যায় সেটার কি পরিণাম হয় এর জ্বলন্ত উদাহরণ পাওয়া গেল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। মহানগরের জিএস রোড স্থিত এক বারে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত গলা পর্যন্ত মদ গিলে অবশেষে ভাঙচুর সহ সেই বারের ম্যানেজার এবং কর্মচারীদের সঙ্গে মারপিটে লিপ্ত হয়েছেন গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার এবং ছাত্ররা। অনুশাসন ভঙ্গ করা জুনিয়র ডাক্তার শুভ্রাংশু শইকিয়া এবং এমবিবিএস অধ্যয়নরত দুই ছাত্র শশাঙ্ক কাশ্যপ এবং ঋষিকেশ বিপাক্ষকে ছয় মাসের জন্য মহাবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি হোস্টেলে প্রবেশে আজীবন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া তাদের ডাক পেয়ে বারে উপস্থিত হয়ে ভাঙচুর, মারপিট করা ১৫ জন ছাত্রকে তিন মাসের জন্য মহাবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করেছে জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের জুনিয়র ডাক্তার শুভ্রাংশু শইকিয়া, এমবিবিএস অধ্যয়নরত দুই ছাত্র শশাঙ্ক কাশ্যপ, ঋষিকেশ বিপাক্ষ সহ একজন ছাত্র মহানগরের জিএস রোড স্থিত এক বারে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মদ্যপান করেন। এরপর মদ এবং খাবারের বিল সংক্রান্তে বার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রথমে তর্কাতর্কি এবং পরে মারপিটে লিপ্ত হন এই ছাত্ররা। পরিস্থিতি অধিক জটিল হওয়ার পর বারে থাকা ছাত্রদের ফোন

পেয়ে জিএমসিএইচ ৪ নম্বর হোস্টেল থেকে আরও ১৫ জন ছাত্র সেই বারে উপস্থিত হয়ে সেখানে ব্যাপক ভাংচুর এবং মারপিটে লিপ্ত হয়েছেন।

বারে থাকা বাউন্সারের প্রহারে এমবিবিএস অধ্যয়নরত ছাত্র ঋষিকেশ বিপাক্ষকে আইসিইউতে ভর্তি করতে হয়েছে। তাছাড়া ছাত্রদের প্রহারের ফলে বারের ম্যানেজারের মাথা ফেটে যায়। ফলে তিনিও বর্তমান চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। এই ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পরই বার কর্তৃপক্ষের তরফে জিএমসিএইচকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ পত্র দাখিল করা হয়েছে। ছাত্রদের বিরুদ্ধে এই ধরনের গুরুতর অভিযোগ পেয়ে জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বারে যাওয়া প্রতিজন ছাত্রকে সনাক্ত করে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অবশেষে প্রকৃত ঘটনার আভাস পেয়ে বারে গিয়ে ভাঙচুর মারপিট করা চিকিৎসা ছাত্রদের বিরুদ্ধে গুরুতর পদক্ষেপ নিয়েছে জিএমসিএইচ কর্তৃপক্ষ।

শুক্রবার জিএমসিএইচ কার্যালয়ে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ অচ্যুত বৈশ্য বলেন এভাবে ছাত্রদের অনুশাসন ভঙ্গ করা সহ্য করা হবে না। বারে ভাঙচুর এবং মারপিটে লিপ্ত ছাত্রদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তারা এক্ষেত্রে জড়িত বলে স্বীকার করে নিয়েছে। হলে তৎকালীনভাবে কার্যকরী হওয়া হিসাবে এই ঘটনায় জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই হিসাবে প্রথমে চারজন বারে গেলেও সেখানে তিনজন ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। সেই ছাত্র মদ্যপান করেনি। ফলে এই কাণ্ড সংগঠিত করা জুনিয়র ডাক্তার শুভ্রাংশু শইকিয়া এবং এমবিবিএস অধ্যয়নরত দুই ছাত্র শশাঙ্ক কাশ্যপ এবং ঋষিকেশ বিপাক্ষকে ছয় মাসের জন্য মহাবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি তাদের হোস্টেলে প্রবেশের ক্ষেত্রে আজীবন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া তাদের ডাক পেয়ে হোস্টেল থেকে যাওয়া ১৫ জন ছাত্রকে তিন মাসের জন্য মহাবিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জিএমসিএইচ এর অধ্যক্ষ ডাঃ অচ্যুত বৈশ্য বলেন এই ১৫ জন ছাত্র মদ্যপান করেনি ফোন পেয়ে তারা রাত এগারোটা নাগাদ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে বারে গিয়েছে। কিন্তু যেহেতু তারা অনুশাসন ভঙ্গ করেছে ফলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হোস্টেল থেকে ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাড়ে ছটা এবং ডাক্তারদের জন্য সাড়ে নটার পর বেরোনোর ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে। কিন্তু এই ছাত্ররা রাত ১১ টায় হোস্টেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভাঙচুর, মারপিট করে আইন ভঙ্গ করেছে বলে উল্লেখ করুন তিনি। জিএমসিএইচ অধিক্ষক অভিজিৎ শর্মা বলেন এভাবে মারপিট করার লাইসেন্স ছাত্রদের দেওয়া হয়নি। সারা ভারতে জিএমসিএইচ অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠান। কয়েকজন ছাত্রের জন্য জিএমসিএইচ মান সম্মান মর্যাদা হানি হবে সেটা মেনে নেওয়া যায় না। ছাত্রদের এই ধরনের কার্যকলাপ কোনোভাবে সহ্য করা হবে বা না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ইসরাইলহামাস যুদ্ধবিরতি শুরু, জিম্মি মুক্তিকে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের স্বাগত

গাজা ঃ প্রায় সাত সপ্তাহ যুদ্ধের পর শুক্রবার গাজায় ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে চারদিনের যুদ্ধবিরতি শুরু হয়। ইসরাইলিদের কাছে এর অর্থ হলো, মোট ২৪০ জন জিম্মির মধ্যে ৫০ জন নারী ও শিশুকে ফিরিয়ে আনা।

তের জনের প্রথম দলকে শুক্রবার বিকেলে ছেড়ে দিয়ে রাফাহ সীমান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদের হেলিকপ্টার করে ইসরাইলে নিয়ে যাওয়া হয়।

জিম্মিদের ইসরাইলের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তারা তাদের পরিবারের সাথে পুনরায় মিলিত হন।

বিনিময়ে, ইসরাইল তার কারাগার থেকে ৩৯ জন ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে। মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার জানিয়েছে যে সব জিম্মি মুক্তি পেয়েছেন তাদের মধ্যে থাইল্যান্ডের ১০ জন এবং একজন ফিলিপিনো রয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ম্যাসাচুসেটসের ন্যানটাকেটে সংবাদদাতাদের, বলেছেন, তিনি মনে করেন ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা প্রদানের জন্য শর্ত আরোপ করা, যথার্থ ভাবনা।'' শুক্রবার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেন, কয়েকজন জিম্মির মুক্তিতে তিনি উৎসাহিত বোধ করছেন এবং আশা করছেন আরও অনেকেই মুক্তি পাবেন। তিনি বলেন, আমরা আশা করছি আগামিকাল আরও জিম্মি মুক্তি পাবেন , পরের দিন আরও এবং তার পরের দিন আরও।'' ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের ন্যানটাকেটে সংবাদদাতাদের বাইডেন বলেন যে, তিনি মনে করেন ইসরাইলকে সামরিক সহায়তা প্রদানের জন্য শর্ত আরোপ করা, যথার্থ ভাবনা এবং তিনি আশা করেন গাজায় অস্ত্রবিরতি চার দিনের বেশি চলবে। বাইডেন বলেন, ইসরাইলে সামরিক সাহায্য পাঠানোর জন্য শর্ত আরোপ যথার্থই ভাবনা, কিন্তু শুরতেই যদি এটা বলতাম, আমার মনে হয় না আমরা এখন যে জায়গাতে আছি, সেখানে পৌঁছাতে পারতাম।''

তিনি অবশ্য সম্ভাব্য শর্তগুলি যে কী সে সম্পর্কে কিছু বলেননি।

ইসরাইল বলেছে, হামাসের মুক্ত করা অতিরিক্ত প্রতি ১০ জন জিম্মির জন্য যুদ্ধে চার দিনের বিরতি অতিরিক্ত একদিন করে বাড়ানো হবে। ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস বলেছে, তারা মুক্তির যেকোনো কাজে সহায়তা করতে পারে।

ফিলিস্তিনিদের জন্য যুদ্ধবিরতির অর্থ হলো, প্রায় সাত সপ্তাহ ধরে চলা ইসরাইলি বিমান হামলা থেকে সাময়িক রেহাই পাওয়া। হামাসপরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রানালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বিমান হামলায় ১৪ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। সেভ দ্য চিলড্রেনের পশ্চিম তীরের পরিচালক জেসন লি বলেন, গাজার শিশুরা অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

লি বলেন, আমাদের এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে, যেখানে প্রতি ১০ মিনিটে একটি শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, আহত বেসামরিক মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। তিরিশ হাজারের বেশি বেসামরিক মানুষ আহত হয়েছে এবং, এই সংঘাতের অসমতার লক্ষণ হচ্ছে, এর মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ, অর্থাৎ দশজনের মধ্যে সাতজন নারী বা শিশু।

ইসরাইল বলেছে, তারা প্রচুর পরিমাণে মানবিক সহায়তা প্রবেশের অনুমতি দেবে। শুক্রবার যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনে চার ট্যাংকার ট্রাক জ্বালানি এবং চার ট্রাক রান্নার তেল গাজায় পৌঁছেছে।

বৃহস্পতিবার হামাসের সশস্ত্র শাখার মুখপাত্র ইসরাইলের সাথে সহিংসতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন।

হামাস যাতে ভবিষ্যতে ইসরাইলে হামলা করতে না পারে তা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

জাতিসংঘ বলেছে, গাজায় ১৭ লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে, যার মধ্যে ৯৪৫,০০০ মানুষ জাতিসংঘের পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

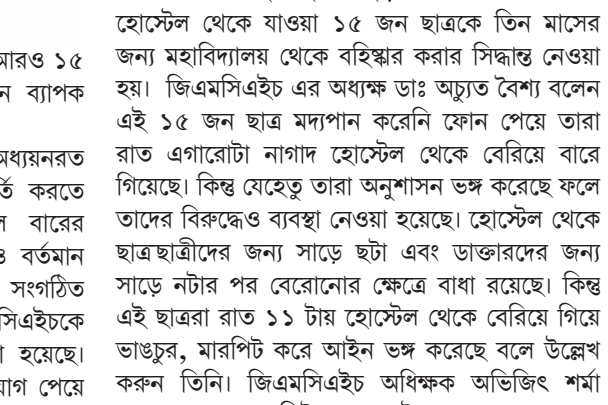

‘মেসি ও ম্যারাডোনার মিশ্রণে’ই এচেভেরি

আর্জেন্টিনাঃ গত রাত থেকে আলোচনায় এক আর্জেন্টাইন খুদে ফুটবলার। অনূর্ধ্ব১৭ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে আর্জেন্টিনাকে স্মরণীয় এক জয় এনে দিয়েছেন ক্লদিও এচেভেরি। হ্যাটট্রিকের পর থেকেই সব চোখ এখন ১৭ বছর বয়সী এচেভেরির ওপর। এচেভেরি মোটেই সাধারণ কোনো ফুটবলার নন, তিনি এমন একজন, যাঁকে তুলনা করা হচ্ছে খোদ লিওনেল মেসির সঙ্গে। এরই মধ্যে ‘পরবর্তী মেসি’র তকমাও পেয়ে গেছেন এচেভেরি। যদিও অনেকে আদর করে ডাকেন ‘খুদে শয়তান’।

মেসির সঙ্গে তাঁর তুলনা যে মোটেই বাড়াবাড়ি নয়, সে প্রমাণ ব্রাজিলের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করে দিয়েছেন এচেভেরি। বিশেষ করে যেভাবে এচেভেরি গোলগুলো করেছেন, সেগুলোই যেন তাঁর সামর্থ্যের প্রমাণ দিচ্ছে। যেখানে প্রতিটি গোলই ছিল নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ২৮ মিনিটে করা গোলটি তো মাঝমাঠ থেকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। ৫১ মিনিটে করা গোলটিতে বল নিয়ন্ত্রণে অসামান্য দক্ষতা দেখান এচেভেরি। বাঁ প্রান্ত থেকে পাস পেয়ে দৌড়ের ওপর বল এক টাচে সামনে ফেলে ব্রাজিলের তিন ডিফেন্ডারের মাঝ দিয়ে বল টেনে ডান পায়ের কোনাকুনি শটে গোল করেন এচেভেরি।

আর ৭১ মিনিটে করা হ্যাটট্রিক গোলটা ছিল প্রথাগত দক্ষিণ আমেরিকান স্ট্রাইকারদের মতোই। মাঝমাঠ থেকে থ্রু পাস পেয়ে গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা ব্রাজিলের এক ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে গোলকিপারকেও একা পেয়ে যান এচেভেরি। তাঁকেও কাটিয়ে গোল করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। দুর্দান্ত এই হ্যাটট্রিকের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে তাঁকে নিয়ে জোর আলোচনা।

এচেভেরিকে নিয়ে কথা বলেছেন যে মানুষটি, রিভার প্লেটের জন্য তাঁকে আর্জেন্টাইন শহর রেসিস্টেনসিয়া থেকে খুঁজে বের করে এনেছিলেন সেই কোচ ড্যানিয়েল ব্রিজুয়েলা। খুদে এই আর্জেন্টাইন ডিয়েগো ম্যারাডোনা এবং লিওনেল মেসির সমন্বয়ে গড়া বলেও মন্তব্য করেছেন ২০২২ সালে রিভারের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া ব্রিজুয়েলা।

এচেভেরিকে নিয়ে আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসকে ব্রিজুয়েলা বলেছেন, ‘আজ আমি ততটাই রোমাঞ্চিত, যতটা আমি রেসিস্টেনসিয়াতে প্রথমবার তাকে দেখে হয়েছিলাম। সব সময় সে এমনই ছিল। রিভারের হয়ে সে এভাবেই খেলেছে। এভাবেই সে খেলেছিল বোকার (জুনিয়র্সের) বিপক্ষে। এই ধরনের ম্যাচ খেলতে সে সব সময় খুব পছন্দ করে। এসব ম্যাচ তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। তখন সে মাত্রই এসেছিল, তাকে নিয়ে একজন কোচকে আমি বলেছিলাম, সে ম্যারাডোনা ও মেসির মিশ্রণ। তার মধ্যে এ দুজনের মেধা এবং ব্যক্তিত্ব আমি দেখেছিলাম।’

এচেভেরির শক্তির জায়গাগুলো নিয়ে ব্রিজুয়েলা আরও বলেছেন, ‘সে এমন একজন যে কঠিন চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে। আমি যা বলতে চাই, তা হলো আমাদের দলের ১০ নম্বর জার্সির ভবিষ্যৎ নিরাপদ হাতেই আছে। এটা খুবই দারুণ ব্যাপার।’

এচেভেরিকে প্রশংসায় ভাসালেও তাঁকে আবিষ্কারের কৃতিত্বটা এককভাবে নিতে চাইলেন না ব্রিজুয়েলা, ‘একটা দল এর পেছনে ছিল। আমাদের অনেকেই ছিল। আমাদের এখানে সারা দেশের মানুষ কাজ করেছে। এটা একটা দলের কাজের ফল। এ কৃতিত্ব শুধুই ড্যানিয়েল ব্রিজুয়েলার নয়। তাই আমি রিভারের রিক্রুটে যারা কাজ করেছেন, তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাতে চাই। সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ, ক্লদিও (এচেভেরি) এবং অন্য ছেলেদের নিয়ে সবকিছু ভালোভাবেই এগিয়েছে। আমি এটা নিয়ে খুবই আনন্দিত।’

নিজেদের খেলোয়াড় খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া কেমন ছিল, সেটা নিয়ে ব্রিজুয়েলা বলেছেন, ‘রিভারে আমরা শহরের পর শহর ঘুরে বেড়াতাম। রেসিস্টেনসিয়াতে আমরা ২০০২২০০৩ সালে জন্মানো খেলোয়াড়দের দেখেছিলাম। এর চেয়ে ছোটদের রাখা হয়েছিল শেষের দিকের জন্য। শেষের একটি ম্যাচেই ক্লদিওকে দেখা গিয়েছিল। সে দারুণভাবে আমাদের মনোযোগ কেড়েছিল। আমরা তাকে মূল্যায়ন করতে শুরু করেছিলাম এ জন্য নয় যে সে দারুণ এক প্রতিভা ছিল। তার মধ্যে আরও কিছু বিষয় ছিল, যে কারণে আমরা তাকে রিভারে নিয়ে এসেছিলাম। সে সময় তার বয়স ছিল ৯ বছর।’

এর মধ্যে গত এপ্রিলে ইউরোপের ফুটবলে এচেভেরির আসা নিয়ে গুঞ্জন শোনা যায়। দলবদলবিষয়ক সংবাদমাধ্যম ফিচাহেস বলেছিল, রিভার প্লেটের এই বিস্ময়বালকের ওপর পাখির চোখ করে রেখেছে রিয়াল ও ম্যানচেস্টার সিটি। ১৭ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডকে নিজেদের করে নেওয়ার চেষ্টায় আছে পিএসজিও। ছোটদের বিশ্বকাপে নজড়কাড়া পারফরম্যান্সের পর তাঁকে নিয়ে ইউরোপিয়ান পরাশক্তিদের লড়াই নিশ্চিতভাবেই নতুন মাত্রা পাবে।

এভারটনের শাস্তি হলে সিটির কেন নয়, যে জবাব দিলেন গার্দিওলা

প্যারিস ঃ আর্থিক সংগতি নীতি ভঙ্গের (এফএফপি) অভিযোগে গত ফেব্রুয়ারিতে ম্যানচেস্টার সিটির বিরুদ্ধে ১১৫টি অভিযোগ গঠন করে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ, যা এখন তদন্তাধীন। একই নীতিমালা ভঙ্গের দায়ে গত সপ্তাহে এভারটনকে ১০ পয়েন্ট জরিমানা করা হয়েছে। এভারটনের শাস্তি থেকে সিটির অনিয়মের অভিযোগের ব্যাপারটি ‘সম্পূর্ণ আলাদা’ বলে দাবি করেছেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। তিনি দাবি করেন, ম্যানচেস্টার সিটির বাইরে সবাই চায় প্রিমিয়ার লিগের আর্থিক নিয়ম ভাঙার অভিযোগে ক্লাবটি শাস্তি পাক। গত মার্চে আর্থিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগে এভারটনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে প্রিমিয়ার লিগ। এ জন্য স্বাধীন কমিশন গঠন করার কথাও বলা হয়েছিল। তবে এভারটনের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো কী, তখন নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছে এভারটন। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে আজ প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলের মুখোমুখি হবে সিটি। এই ম্যাচের আগে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে সিটি কোচ গার্দিওলার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এভারটন শাস্তি পাওয়ায় সিটিকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তা হচ্ছে কি না? কারণ, প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নদের বিরুদ্ধেও এফএফপি ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। গার্দিওলার উত্তর, ‘দুটো ঘটনা আলাদা। সত্যি বলতে, এক নয়।’ স্প্যানিশ এই কোচ এরপর ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন, ‘আমাদের বিষয়টি দীর্ঘমেয়াদি। ১১৫টি অভিযোগ ওঠায় এটি বেশি জটিলও। দুই পক্ষের আইনজীবী আদালতে তাদের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করবেন, এরপর আমরা রায় পাব।’

২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে সিটির বিরুদ্ধে এক শর বেশি আর্থিক নিয়ম ভাঙার অভিযোগগুলো স্বাধীন তদন্ত কমিশনে হস্তান্তর করেছে প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ। ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে এ নিয়ে তদন্ত শুরুর পর সিটির বিরুদ্ধে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগও উঠেছে। এভারটনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয় সিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠার পর। প্রিমিয়ার লিগ টেবিলে অবনমন (১৯তম) অঞ্চলে ধুঁকতে থাকা ক্লাবটি শাস্তিও পেল সিটির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই। গার্দিওলার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, শাস্তি হিসেবে সিটিকে প্রিমিয়ার লিগ থেকে নামিয়ে দেওয়া হলে তিনি ক্লাবটিতে থাকবেন কি না? গার্দিওলা বলেছেন, ‘অপেক্ষা করব। দেখব, কী ঘটে। রায়ের পর সবার সামনে তা ব্যাখ্যা করব। তবে এটা নিশ্চিত যে আমি নিজের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করব না, যদি বিষয়টি এখানে (সিটি) থাকা নিয়ে হয় কিংবা লিগ ওয়ানে নেমে যেতে হয়। চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ের চেয়ে লিগ ওয়ানে নেমে গেলে (আমার) থাকার সম্ভাবনাই বেশি।’ কিছু লোক সিটির শাস্তি পাওয়ার আশায় আছে উল্লেখ করে গার্দিওলা বলেন, ‘(সিটি থাকব কি না) প্রশ্নের উত্তর দেব রায় হওয়ার পর। এমনভাবে প্রশ্ন করছেন যেন আমরা ইতিমধ্যেই শাস্তি পেয়েছি। দোষী প্রমাণিত না হওয়ার আগপর্যন্ত আমরা নির্দোষ। আমি জানি লোকে এটা (শাস্তি) চায়। এটা জানি এবং অনুভব করতে পারি।’ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘টেলিগ্রাফ’ জানিয়েছে, স্বাধীন তদন্ত কমিশনে ম্যানচেস্টার সিটি দোষী প্রমাণিত হলে বড় শাস্তি হতে পারে। পয়েন্ট কর্তন, জরিমানা ছাড়াও প্রিমিয়ার লিগ থেকে নামিয়েও দেওয়া হতে পারে। তবে গার্দিওলা রায় হওয়ার আগপর্যন্ত সিটির সমালোচকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছেন, ‘যখন পড়বেন যে আমাদের নেমে যাওয়া (অবনমন) উচিত তখন অবশ্যই বলবেন। কিন্তু কেউই জানে না, আসলে কী ঘটেছে। বিবৃতি না পড়েই লোকে কথা বলছে। তারা জানে না, আসলে কী ঘটেছে। এমনকি আমিও জানি না। সব কটি অভিযোগ আমি পড়িনি। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে যা বলেছি, সেগুলোও পড়িনি।’

আবারও ডমিঙ্গোর সঙ্গে জুটি বাঁধছেন ডোনাল্ড

মুম্বাই ঃ ভারত বিশ্বকাপ শেষেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেসার অ্যালান ডোনাল্ড। তবে নতুন ঠিকানা খুঁজে নিতেও খুব একটা সময় নিলেন না বাংলাদেশের সাবেক বোলিং কোচ। দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেটের দল ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্সের দায়িত্ব নিয়েছেন এই প্রোটিয়া পেসার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ডোনাল্ডের বোলিং কোচ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে দলটি। ডোনাল্ড নিজেও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টেও এই পোস্ট শেয়ার করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘প্রোটিয়া কিংবদন্তি ডিপি ওয়ার্ল্ড লায়ন্সের কোচিং স্টাফে যোগ দিয়েছেন।’ চুক্তির মেয়াদ উল্লেখ করেনি তারা। লায়ন্সের প্রধান কোচ রাসেল ডোমিঙ্গো। তিনিও বাংলাদেশের সাবেক কোচ ছিলেন। ২০১৯ সালের আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের প্রধান কোচ ছিলেন ডমিঙ্গো। লায়ন্সের ব্যাটিং কোচ প্রোটিয়া কিংবদন্তি হাশিম আমলা। গত আগস্টে এই দায়িত্ব পান তিনি। ডোনাল্ড ও ডমিঙ্গো এর আগে একসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার কোচিং স্টাফেও ছিলেন। ২০২২ সালের মার্চে ৫৭ বছর বয়সী ডোনাল্ডকে বাংলাদেশের ফাস্ট বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সময়ে জাতীয় দলের পেস বোলিং বিভাগের দারুণ উন্নতিও চোখে পড়ে। তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, হাসান মাহমুদের মতো পেসাররা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন। যদিও বিশ্বকাপে এই পেসাররা সবাই হতাশ করেছেন। ডোনাল্ডের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি ছিল দুই বছরের। বিদায়বেলায় ইএসপিএনক্রিকইনফোকে ডোনাল্ড জানিয়েছিলেন, বিসিবি তাঁকে এক বছরের চুক্তি বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। তিনি শুরুতে রাজিও ছিলেন। তবে পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত বদলান। কারণ হিসেবে পরিবারকে সময় দেওয়ার কথা বলেছিলেন ডোনাল্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার জার্সি গায়ে ৭২ টেস্ট খেলেছেন ডোনাল্ড। ২২.২৫ গড়ে ৩৩০ উইকেট নিয়েছিলেন ‘সাদা বিদ্যুৎ’খ্যাত এই ফাস্ট বোলার। দক্ষিণ আফ্রিকা দলেও বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এ ছাড়া ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে খণ্ডকালীন দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশের নির্বাচন ও রাজনীতি নিয়ে রাশিয়ার উৎসাহের কারণ কী

মস্কো (ওয়েবডেস্ক): রাশিয়া দাবি করেছে যে বাংলাদেশের নির্বাচন স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে চাওয়ার নামে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা।

মস্কোতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বুধবার এক ব্রিফিংএ ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বিরুদ্ধে ঢাকায় সরকার বিরোধী সমাবেশের পরিকল্পনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে এসব তথ্যের বিষয়ে কোন বক্তব্য এখনো আসেনি।

যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য প্রায় দু'বছর ধরেই বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু আয়োজনের তাগিদ দিয়ে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে। এই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এমন ব্যক্তিদের জন্য ঘোষিত ভিসা নীতিও ইতোমধ্যে প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে রাশিয়ার দিক থেকে আগেও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের চেষ্টার অভিযোগ এসেছে।

চলতি বছর জানুয়ারিতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে তখনকার মুখপাত্র নেড প্রাইস এ ধরনের বক্তব্যকে 'রুশ প্রোপ্যাগান্ডা' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

নেড প্রাইস তখন আরও বলেছিলেন 'যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক উপস্থিতি আছে এমন প্রতিটি দেশে আমরা নিয়মিতভাবে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলজুড়ে বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে দেখা করি এবং অবশ্যই এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

তবে এবার রাশিয়া ঢাকায় কর্মরত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বিরোধী দলের সঙ্গে যোগসূত্রের বিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে যে দাবি করেছে তা নিয়ে কোন বক্তব্য মার্কিন প্রশাসন থেকে এখনো আসেনি।

যদিও বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক ও বিশ্লেষক শাহাব এনাম খান তারা উভয়েই বলছেন ভূরাজনৈতিক কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা যেমন বেড়েছে, তেমনি একই কারণে রাশিয়াও সক্রিয় হয়েছে। একই সঙ্গে তারা উভয়েই মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের যেসব কার্যক্রমকে রাশিয়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার বা হস্তক্ষেপ হিসেবে বলছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে রাশিয়া নিজেও পাল্টা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে।

ওয়াশিংটনভিত্তিক উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়ান ইন্সটিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার তিক্ত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতিফলনটাই প্রকাশ পাচ্ছে এখানে এবং এর ফলে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে তাদের পারস্পারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি মঞ্চ।

ওদিকে বিরোধী দল বিএনপি আজ শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে 'রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্রের মন্তব্য একটি স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক'।

কী বলা হয়েছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্রিফিংয়ে

বাংলাদেশের রাশিয়ার দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় মস্কোতে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভার বক্তব্য ছবিসহ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

সেখানে তিনি বলেছেন, আমরা বারবার একটি বিষয় তুলে ধরছি যে যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগীরা বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার আড়ালে দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।

তার অভিযোগ 'অক্টোবরের শেষের দিকে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস একটি সরকার বিরোধী সমাবেশ আয়োজনের জন্য স্থানীয় বিরোধী দলীয় এক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন'।

প্রসঙ্গত, গত ২৮শে অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশ ছিলো এবং সেটি পর্যন্ত পণ্ড হয়ে গিয়েছিলো। এরপর থেকে বিএনপি ধারাবাহিক ভাবে হরতাল ও অবরোধের মতো কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে ঘোষণা করা আসছে।

এর মধ্যেই গত তেরই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু সরকারী দল আওয়ামী লীগ এবং বিরোধী দল বিএনপি ও জাতীয় পার্টিকে নিঃশর্ত সংলাপের আহ্বান জানিয়ে চিঠিও দিয়েছেন।

জবাবে আওয়ামী লীগ বলেছে এ ধরণের সংলাপের জন্য এখন সময় নেই। অন্যদিকে বিএনপি বলেছে সংলাপের পরিবেশ তৈরির দায়িত্ব সরকারের।

দল দুটির এমন পাল্টাপাল্টি অবস্থানের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন আগামী সাতই জানুয়ারি ভোট গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে।

তবে তৌহিদ হোসেন বলছেন, নির্বাচন বা রাজনীতি নিয়ে দুই দেশ কথা বললেও মুল বিষয় হলো ভূ রাজনৈতিক। সে কারণে যুক্তরাষ্ট্র কিছু বললে রাশিয়াও তার অবস্থান ব্যক্ত করছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে আমেরিকা এবং পশ্চিমা দেশগুলো বাংলাদেশের সমালোচনা করলেও চীন, ভারত এবং রাশিয়া সেটি করেনি।

রাশিয়ার অভিযোগ কী নতুন?

বাংলাদেশকে ঘিরে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টাপাল্টি প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে নজরে এসেছিলো গত বছরের শেষের দিকে।

বিশেষ করে বাংলাদেশের তাদের কূটনীতিকদের কার্যক্রম নিয়ে দুই পরাশক্তি তখন একে অন্যের বিরুদ্ধে বক্তব্যপাল্টা বক্তব্য দিয়েছিলো।

গত বছর ১৪ই ডিসেম্বর ঢাকায় একজন নিখোঁজ বিএনপি নেতার বাসায় ঘিয়ে ফেরার পথে একদল ব্যক্তির বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস।

এরপর রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা এক বিবৃতিতে ওই ঘটনার বিষয়ে বলেছিলেন, একজন মার্কিন কূটনীতিকের কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফলাফল এই ঘটনা, যিনি বাংলাদেশের জনগণের অধিকারের যত্ন নেওয়ার যুক্তি দেখিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন।

এরপর ২০শে ডিসেম্বর রুশ দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয় 'বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে সব সময় মেনে চলায় রাশিয়া 'দৃঢ়ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।

আবার রাশিয়ার দূতাবাসের ওই বিবৃতির খবর শেয়ার করে মার্কিন দূতাবাস একুশে ডিসেম্বর টুইট করে লেখে 'এটা কি ইউক্রেনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?'

এ নিয়ে আরও কয়েকবার পাল্টাপাল্টি টুইট করে ঢাকার রুশ ও মার্কিন দূতাবাস। তখন ২২শে ডিসেম্বর মারিয়া জাখারোভা আবার মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, সম্প্রতি তার (পিটার হাস) ব্রিটিশ ও জার্মান মিশনের সহকর্মীরাও একই ধরনের কাজে জড়িয়ে পড়েছেন এবং আগামী বছরের শেষে অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনের স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার বিষয়ে প্রকাশ্যে বলে যাচ্ছেন। আমরা বিশ্বাস করি, সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার মূলনীতিকে লঙ্ঘন করার এমন কর্মকাণ্ড অগ্রহণযোগ্য।

মাইকেল কুগেলম্যান বলছেন দুই পরাশক্তির মধ্যে একটি প্রতিযোগীতার প্রবণতা রয়েছে।

এই কৌশলগত দিক বিবেচনা করলে বলতে হয় যে ওয়াশিংটনকে বিপাকে ফেলতে যে কোন জায়গায় সম্ভাব্য সব সুযোগকে মস্কোর কাজে লাগানোর বিষয়টা বিস্ময়কর কিছু নয়। রাশিয়া জানে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ঢাকা পছন্দ করছে না। সে কারণেও তারা সানন্দে এ বিষয়ে এগিয়ে এসেছে, বলছিলেন তিনি।

নির্বাচন ও রাজনীতি নিয়ে রাশিয়া উৎসাহী কেন

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে দেশটির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর কয়েক দশক দেশটির নির্বাচন রাজনীতি নিয়ে রাশিয়াকে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। তবে ২০১০১২ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে ওঠে রাশিয়া। আর রাশিয়ার জন্য যে বাংলাদেশ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেটি প্রকাশ পায় প্রথম কোন রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সের্গেই লাভরভের চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরের মাধ্যমে।

মূলত গণতন্ত্র, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, মানবাধিকার ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলো যখন ক্রমাগত চাপ তৈরি করছিলো তখনি তিনি ঢাকা সফরে আসেন। এরপর থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসছে রাশিয়া।

মস্কোতে পাবলিক ডিপ্লোম্যাসি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান রাশিয়ান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি উইথ বাংলাদেশ এর সভাপতি মিয়া সাত্তার বলছেন, রাশিয়ার এই প্রতিক্রিয়ার মূল কারণ হলো যুক্তরাষ্ট্রের 'রেজিম চেঞ্জ বা সরকার পরিবর্তনের নীতি'।

বিশ্বজুড়ে যেখানেই যুক্তরাষ্ট্র নিজ স্বার্থে কোন সরকার পরিবর্তনের অনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে রাশিয়া তার বিরোধিতা করে। বাংলাদেশের সাথে রাশিয়ার সম্পর্ক ঐতিহাসিক এবং রাশিয়া তার মূল্য দেয়। কিন্তু কখনো রাশিয়া এখানে সরকার পরিবর্তন বা পছন্দনীয় সরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেনি। বরং যুক্তরাষ্ট্র যখন এটি করতে চাইছে রাশিয়া তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, বলছিলেন তিনি।

ঢাকায় বিশ্লেষকরা মনে করেন রাশিয়ার সক্রিয় হয়ে ওঠার মুল কারণ হলো রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। রাশিয়া কেন্দ্রটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে এবং ইতোমধ্যে ইউরেনিয়ামের চালানও বাংলাদেশে এসে গেছে।

তৌহিদ হোসেন বলছেন এর আগে দু'দেশের মধ্যে এক্সচেঞ্জ কর্মসূচিগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে পড়েছিলো কিন্তু রূপপুরের মাধ্যমে সেটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

রূপপুর দিয়েই পরিবর্তনটা এসেছে। এখন তাদের জন্য বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা খুবই জরুরি। স্থিতিশীলতা বলছে রাশিয়ানরা মনে করে এক সরকার অনেকদিন ক্ষমতায় থাকলে তাদের জন্য কাজের সুবিধা, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. হোসেন।

শাহাব এনাম খানও এ বক্তব্যের সাথে একমত। তিনি বলেন রাশিয়া বাংলাদেশে সিভিল নিউক্লিয়ার টেকনোলজি সাপ্লাই করছে এবং সে কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং তাদের সাথে পশ্চিমাদের সম্পর্কের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

ভূ কৌশলগত ভাবে বাংলাদেশ আগের যে কোন সময়ের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কোন সময়ের চেয়ে। এর এখন অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা রাশিয়ার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের ইউরেনিয়াম এখন বাংলাদেশে। তারা যাদের ইউরেনিয়াম সরবরাহ করে সেসব দেশের সাথে পশ্চিমাদের সম্পর্কের বিষয়টিও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মি. খান।

তৌহিদ হোসেন অবশ্য বলছেন বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসার কারণেও রাশিয়ার তৎপরতা বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে কেন্দ্র করে বৈশ্বিক মেরুকরণ এখন অনেক বেশি স্পষ্ট। চীন রাশিয়ার কৌশলগত মিত্র। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য রাশিয়া গ্রহণ করতে চায় না। ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েও যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে না রাশিয়া, বলছিলেন মি. হোসেন।

মি. হোসেন ও মি. খান উভয়েই বলছেন বাংলাদেশের রাজনীতিকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একে অন্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিলেও কার্যত উভয় দেশই বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েই কথা বলে যাচ্ছে। মাইকেল কুগেলম্যান বলছেন মস্কো এখন বাংলাদেশের সাথে তার উষ্ণ সম্পর্ক এবং বাংলাদেশে তার বিনিয়োগের বিষয়টি উপভোগ করছে। এটা এমন একটা দেশ (বাংলাদেশ) যেটিকে রাশিয়া তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে। সেটিও রাশিয়াকে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সমালোচনা করতে উৎসাহিত করেছে। এর আগেও বাংলাদেশকে নিয়ে টুইটারে একে অন্যের বিরুদ্ধে বলতে দেখেছি দুই দেশকে, বলছিলেন তিনি।

রাশিয়ার মন্তব্য নিয়ে বিএনপির বিবৃতি

বিএনপি শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়ক (এফএমএ) মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা তাঁর এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করে যে টুইট করেছেন, তা বাংলাদেশের জনগণ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলবিএনপি'র দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

এফএমএ মুখপাত্রের মন্তব্য একটি স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা ও অবস্থানের সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলবিএনপি এই ভ্রান্ত তথ্য তথা অপব্যাখ্যার সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়।

এতে আরও বলা হয় বিএনপি'র সমাবেশ আয়োজনে কোন বিদেশী কূটনীতিক সহায়তা করেছেন, এমন অনাকাঙ্খিত ও অনভিপ্রেত অভিযোগ ইতিপূর্বে উত্থাপিত হয়নি।

এই ধরণের বাস্তবতাবিবর্জিত বক্তব্য বাংলাদেশের জনগণের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আকাঙ্খার বিরোধী বলে প্রতীয়মান। কার্যত, মিস জাখারোভার দৃষ্টিভঙ্গি গণতন্ত্রকামী জনগণের স্পৃহাকে অবমূল্যায়নের মাধ্যমে, দুর্নীতিগ্রস্ত আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিস্ট শাসনব্যবস্থাকেই সমর্থন করে, বিবৃতিতে বলা হয়।

টুকরো খবর

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একাধিক দোকান পুড়ে ছাই। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহনী বাজারে

জলপাইগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার ভোর নাগাদ এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাজারের বেশ কয়েকটি দোকান সম্পূর্ণ ভাবে পুড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের অন্তর্গত সাপটি বাড়ি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট দোমহনী বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ভোর বেলা যখন গ্রাম বাসীরা কীর্তন করতে বেরিয়েছিলেন তখন বাজারের বন্ধ দোকানের ভেতরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখে চিৎকার শুরু করেন।তাদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে প্রাথমিক ভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।খবর দেওয়া হয় ময়নাগুড়ি দমকল বাহিনী কে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। দীপাবলির ঠিক কয়েক দিন আগে এরকম অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাজারের ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বলে দাবি। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি দমকল বাহিনী ও ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

কালী পুজোর প্রাক্কালে মালদহে ৯ টি বল বোমা উদ্ধার

মালদা ঃ কালী পূজার প্রাক্কালে মালদহে বল বোমা উদ্ধার। মালদহের বৈষ্ণবনগর থানার কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতর কৃষ্ণপুর চামা মাঠের একটি জঙ্গলে বৃহস্পতিবার সকালে প্রথমে ৯ টি বল বোমা লক্ষ্য করেন স্থানীয়রা। এরপরে খবর দেওয়া হয় বৈষ্ণবনগর থানায়। ইতিমধ্যে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। পাশাপাশি বোম ডিসপোজাল স্কোয়াড কে খবর দেওয়া হয়েছে। মালদা থেকে বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডের টিম রওনা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ তদন্ত জারি রেখেছে বল বোমা গুলি কোথা থেকে কে বা কারা ফেলে গেছে। যদিও পুরোটাই তদন্ত সাপেক্ষ এবং ঘটনাস্থল ঘিরে রাখা হয়েছে। এদিকে বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছালেই ৯টি বল বোমা নিষ্ক্রিয় করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

বামনগোলা ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মালদাঃ বামনগোলা ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মেলন হয়ে গেল বৃহস্পতিবার ।এদিন বামনগোলা ব্লকের পাকুয়াহাট অঞ্চলের পাকুয়াহাট কলেজ কমিউনিটি হলে ১ নাগাত অনুষ্ঠিত হয় বিজয়া সম্মেলন ও সারদ সম্মান ।এদিনের এই সম্মেলনে বামনগোলা ব্লকের বিভিন্ন পূজা কমিটি কে নিয়ে এই সম্মেলন করা হয়। এদিন প্রথমে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সংবর্ধনা মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানে সূচনা করা হয়।এদিন এই জেলার বিভিন্ন নেতা কর্মীরা বক্তব্য রাখেন।এবং অনুষ্ঠানে মধ্যে দিয়ে ব্লকের বিভিন্ন এলাকার ক্লাব গুলির হাতে বিজয়া সম্মান হিসেবে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল রহিম বক্সী, মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখার্জি, চন্দনা সরকার, উদ্বাস্তু সেলের রঞ্জিত সরকার, বামনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অশোক সরকার, সমীর কর্মকার, চন্দনা সরকার বাড়ুই,অমল কিসকু সহ বিভিন্ন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও নেত্রী। বামনগোলা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের অনান্য কর্মীরা।

নীতিশ কুমারের মহিলাদের উপর অশালীন বক্তব্যের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে এক বিক্ষোভ মিছিল

শিলিগুড়ি ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের মহিলাদের ওপর অশালীন বক্তব্যের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে এক বিক্ষোভ মিছিল করলো ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা। এদিন এই বিক্ষোভ মিছিলটি শিলিগুড়ির হাশমি চক থেকে বের হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও নারী শিক্ষা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে কুরুচিকর ও অশ্লীল মন্তব্য করার অভিযোগ উঠলো বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে । মঙ্গলবার তিনি এই মন্তব্য করেন, যা নিয়ে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক। এরই প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিল করলো ভারতীয় জনতা পার্টির মহিলা মোর্চা।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
26.11.2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

‘আমদানিরপ্তানিতে বিপদ আসতে পারে বাংলাদেশের’

ঢাকা ঃ ‘আমদানিরপ্তানিতে বিপদ আসতে পারে বাংলাদেশের’ দৈনিক মানবজমিনের প্রতিবেদন। পত্রিকাটি বলছে, বিশ্বজুড়ে যারা শ্রমিক অধিকার হরণ করবে, শ্রমিকদের ভয়ভীতি দেখাবে এবং আক্রমণ করবে, তাদের ওপর বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞাসহ নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা দেয়া হতে পারে বলে জানিয়ে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি জাতিসংঘ, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বৃটেন, তুরস্ক বা অন্য কোনো নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, এমন দেশের ব্যাংকগুলো লেনদেন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হতে পারে। এমন ঘোষণায় চিন্তিত দেশের ব্যবসায়ী মহল। পোশাক খাতসহ আমদানিরপ্তানি বাণিজ্যে জড়িত ব্যবসায়ীদের মাঝে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের ঘোষণা বাংলাদেশের জন্য বড় সতর্কবার্তা। পোশাক খাত সংশ্লিষ্টদের মতে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর বিধিনিষেধ ও ভিসা নীতির পর শ্রম অধিকার ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেয়া বক্তব্যটি এখন বড় শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে শ্রমিক বিক্ষোভের ঘটনা প্রবাহের পর ঘোষিত এ স্মারক এখন উদ্যোক্তাদের নতুন করে ভীত করে তুলছে।

জিম্মি মুক্তির ঘটনায় ইসরায়েলি পরিবারে স্বস্তি, ফিলিস্তিনে উৎসব

তেহরান (এজেন্সী) ঃ হামাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ১৩ ইসরায়েলি জিম্মির পরিবারের সদস্যরা তাদের স্বস্তির কথা জানিয়েছেন। মুক্তি পাওয়া এই দলটিকে রেডক্রসের ব্যবস্থাপনার গাজা থেকে মিশরে নেয়ার পর এখন ইসরায়েলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

তাদের মুক্তির পরপরই পশ্চিম তীরের বেইতুনিয়া চেকপয়েন্ট এলাকায় মুক্তি দেয়া হয়েছে ৩৯ ফিলিস্তিনি বন্দীকে, যাদের মধ্যে ১৫ জন কিশোর রয়েছে।

এছাড়া কাতারের মধ্যস্থতায় কার্যকর হওয়া চুক্তির আওতায় আরও দশ থাই নাগরিক ও একজন ফিলিপিনোকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। কাতার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মোট ৫০ জন ইসরায়েলি জিম্মি ও ১৫০ জন ফিলিস্তিনি বন্দী চারদিনের যুদ্ধবিরতির মধ্যে মুক্তি পাওয়ার কথা।

শুক্রবার হামাস যেসব জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে তাদের ইসরায়েলে ফিরিয়ে নেয়ার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মিশরের একটি হাসপাতালে নেয়া হয়।

এর মধ্যে দুই, চার, ছয় ও নয় বছর বয়সের মোট চারটি শিশুর পাশাপাশি ৮৫ বছর বয়সী এক নারীও আছেন।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, আমরা আমাদের প্রথম দফার জিম্মিদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছি। শিশু ও তাদের মায়েরা এবং অন্য নারী। তারা প্রত্যেকেই আমাদের কাছে একেকটি বিশ্ব। আমি সব পরিবার এবং ইসরায়েলের নাগরিকদের কাছে জোর দিয়ে বলছি ঃ আমরা সব জিম্মিকে ফিরিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর।

ইওনি আশারের স্ত্রী ৩৪ বছর বয়সী ডরন কাত্য আশার এবং তাদের দুই কন্যা চার বছরের রাজ এবং দু বছরের আভিভ জিম্মি দশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। আমি আমাদের পরিবারকে দুঃসহ মানসিক অবস্থা ও শোকার্ত একটি পরিস্থিতি থেকে বের করে নিয়ে আসতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, বিবিসিকে বলছিলেন মি. আশার।

আমরা আনন্দ উদযাপন করবো না। অপহরণ যাদের করা হয়েছে তাদের শেষ ব্যক্তিটি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কোন উদযাপন করবো না।

অপহরণের শিকার ব্যক্তিদের পরিবার কোন পোস্টার বা শ্লোগান নয়। তারা সত্যিকার মানুষ। এই পরিবারগুলো আমার নতুন পরিবার। শেষ ব্যক্তির ঘরে ফিরে আসার জন্য আমরা যা দরকার তাই করবো।

৭৮ বছর বয়সী ক্যান্সার থেকে সেরে ওঠা মার্গালিট মোসেজ কিবুত্য থেকে গত সাতই অক্টোবর অপহৃত হয়েছিলেন।

চুক্তির আওতায় আরও মুক্তি পেয়েছেন ড্যানিয়েল আলোনি ও তার ছয় বছরের কন্যা এমিলিয়া। তারা কিবুত্যে পরিবারের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন।

হামলার সময় ড্যানিয়েল পরিবারের সদস্যদের কাছে শেষ বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন ‘বাড়িতে সন্ত্রাসীরা এসেছে’। তিনি আর বাঁচবেন কি না তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

ইতায় রাভির ৭৮ বছর বয়সী কাজিন আব্রাহাম এখনো জিম্মি অবস্থায়। পরিবারের তিন জন মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বলেছেন ‘খুশী হওয়ার পথে এটা একধাপ অগ্রগতি’। ওই তিনজন নির ওয এলাকা থেকে অপহৃত হয়েছিলেন। এর মধ্যে নয় বছর বয়সী ওহাদও আছে। তারা এখন ইসরায়েলের হাসপাতাল, পরিবারের কাছে আসার পথে। এটা দারুণ ব্যাপার। তবে আমরা এখনো পুরোপুরি খুশী হতে পারছি না, বিবিসি নিউজনাইটে বলেছেন তিনি।

ওহাদের যেদিন নয় বছর পূর্ণ হলো সেদিন সে গাজায় জিম্মি অবস্থায়।

আমরা বড় করে তার জন্মদিন উদযাপন করবো নতুন এক বাস্তবতায়। আমি জানিনা সন্ত্রাসী সংগঠনের হাতে ৫০দিন আটক থাকার পর কিভাবে নয় বছরের শিশুটি ফিরে আসছে। আশা করি সে ভালো আছে।

ওদিকে থাই ও ফিলিপিনো যারা মুক্তি পেয়েছে তাদের পরিবারেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। ২৮ বছর বয়সী থাই জিম্মি উইচাই কালাপাতের বান্ধবী এই কদিনে কী অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি গেছেন তার আবেগময় বর্ণনা দিয়েছেন।

প্রথমে কর্মকর্তারা তাকে জানিয়েছিলেন যে উইচাই মারা গেছেন। কিন্তু মৃতদের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে তার নাম ছিলো না। পাঁচদিন আগে তাকে জানানো হয় যে থাই জিম্মিদের তালিকায় তিনি আছেন।

ফিলিপিন্সের নাগরিক ৩৩ বছর বয়সী গেলেইনর (জিমি) পাচেকো কিবুত্যের নির ওয থেকেই সাত অক্টোবরে অপহৃত হয়েছিলেন। তিনি যার বাড়িতে কাজ করতেন তিনি হামাসের হামলায় নিহত হয়েছিলেন।

হামাস যাদের মুক্তি দিয়েছে তাদের হেলিকপ্টারে করে তেল আবিবের একটি মেডিকেল সেন্টারে আনা হয়েছে।

৩৯ ফিলিস্তিনির মুক্তি,উৎসবে স্বাগত

ওদিকে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে ৩৯ জন ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরায়েল। পাথর ছোঁড়া থেকে শুরু করে হত্যা পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিলো।

২৪ নারী ও ১৫ কিশোরকে বেইতুনিয়া চেকপয়েন্টের কাছে নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর বিপুল সংখ্যক মানুষ উল্লাস করে তাদের শুভেচ্ছা জানায়।

এর মধ্যে ২০১৫ সালে ১৬ বছর বয়সে আটক হওয়া মারাহ বাকিরও আছেন। সীমান্তে পুলিশ কর্মকর্তার ওপর ছুঁড়ি হামলার দায়ে তার সাড়ে আট বছরের জেল দেয়া হয়েছিলো।

অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের বাকির বলেছেন, বহু মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই চুক্তি হয়েছে, যা তাদের কাছে অস্বস্তিকর এবং এটি তাদের খুশী করেনি।

তিনি জানান আটক থাকার সময় বাইরের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা ছিলো না এবং গাজার পরিস্থিতি সম্পর্কেও তার কোন ধারণা নেই। চুক্তির খবরটি ছিলো অবাক করে দেয়ার মতো বিষয়, বলছিলেন তিনি।

হামাসের দেয়া তিনশ নারী ও শিশুর একটি তালিকা থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের নাম চূড়ান্ত করেছে ইসরায়েল। ওই তালিকার এক চতুর্থাংশেরও কম ব্যক্তির সাজা দেয়া হয়েছিলো। বাকীরা বিভিন্ন অভিযোগে রিমান্ডে বিচারের অপেক্ষায় ।

তবে ওই তালিকার ৪০ ভাগেরই বয়স ১৮ বছরের কম। এছাড়া একজন কিশোরী ও ৩২ জন নারী আছে।

রামাল্লাহর কাছে বেইতুনিয়া চেকপয়েন্টের রাস্তায় ইসরায়েলের সেনাদের সামনে পড়েছিলো একদল ফিলিস্তিনি মানুষ। সেনারা রাবার বুলেট ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে তাদের পেছনে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করেছিলো।

তরুণদের কেউ কেউ ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ছিলো ও টিয়ারশেল গুলো পাল্টা নিক্ষেপের চেষ্টা করছিলো।

ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখা ও হত্যাকাণ্ড বন্ধ হওয়ার যে প্রত্যাশা তার একটি লক্ষণ এটি, বলছিলেন মোহাম্মেদ খাতিব নামের এক ব্যক্তি।

মুক্তি পাওয়া বন্দীদের নিয়ে বাস যখন তাদের কাছে এসে পৌঁছায় তখন সেখানে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়। জানালা দিয়ে দেখা যায় যে কয়েকজন বন্দী নাচছেন। একজন ফিলিস্তিনের পতাকা গায়ে জড়িয়ে রেখেছিলেন।

শ্লোগানে মুখরিত মানুষের মুখে ছিলো ‘আল্লাহ মহান’ ধ্বনি। অল্প কয়েকজন হামাসের পতাকা নাড়াচ্ছিলেন। তবে অন্যরা ফিলিস্তিনি ঐক্যের কথা বলেছেন। পুরো বিষয়টা ছিলো ‘যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে বিজয়ের একটি মূহূর্ত’।

তবে ইসরায়েলের কাছে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিরা নিরাপত্তা হুমকি। আর ফিলিস্তিনিদের কাছে তারা ইসরায়েলি দখলদারিত্বের শিকার। তাদের মুক্তি একটি প্রতীক।

গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলায় ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে অন্তত ১২শ জন মারা যায় এবং জিম্মি করা হয় দুশোর বেশি মানুষকে। এর পর বিনা অভিযোগে ফিলিস্তিনের আটকের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়।

মানবাধিকার সংস্থাগুলোর মতে ছয় হাজারের বেশি ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে ইসরায়েল, যারা বিচারের অপেক্ষায় আছেন।

অন্যদিকে চার দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী যে কোন জায়গাতেই ত্রাণ সংস্থাগুলোর প্রবেশাধিকার থাকার কথা। তবে বাস্তুচ্যুত যেসব মানুষ গাজার দক্ষিণে অবস্থান করছে তাদের বাড়ি ফেরার চেষ্টা না করতে বলেছে ইসরায়েল। তারা বলছে, উত্তরাঞ্চল এখন যুদ্ধ ক্ষেত্র। অবশ্য এখনো বহু বেসামরিক নাগরিক সেখানে অবস্থান করছে।

বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হারে প্রতিক্রিয়া ঘিরে ‘বয়কট বাংলাদেশ’ ডাক পশ্চিমবঙ্গে

কলকাতা (এজেন্সী) ঃ বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হার নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছ্বাস এবং ব্যঙ্গবিদ্রুপের প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের শৈল শহর দার্জিলিংয়ের একটি হোটেল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তাদের হোটেলে বাংলাদেশের পর্যটকদের আর তারা থাকতে দেবেন না।

বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ছয়দিন কেটে গেলেও ওই খেলার ফলাফল নিয়ে বাংলাদেশের একাংশের উচ্ছাস প্রকাশ যেমন বন্ধ হয় নি সামাজিক মাধ্যমে, তা নিয়ে আবার উল্টোদিকে ভারতীয় বাঙালীদের একাংশও পাল্টা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। এদের কেউ কেউ আবার সামাজিক মাধ্যমে ‘বয়কট বাংলাদেশ’ ডাক দিচ্ছেন।

দুই তরফেই সামাজিক মাধ্যমে নানা পোস্ট-পাল্টা পোস্ট করা অব্যাহত রয়েছে। এ নিয়ে সর্বশেষ যে তরজা চলছে, তা শুরু হয় দার্জিলিংয়ের রায়োপোরাস তাকসাং নামের হোটেলটির একটি ফেসবুক পোস্ট থেকে।

ওই হোটেলটির মালিক মি. রাম সরকার বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন, বিশ্বকাপে ভারত হারার পরে বাংলাদেশিদের একাংশ যেভাবে আনন্দোৎসব করছেন, উচ্ছাস প্রকাশ করছেন, তা দেখে ভারতীয় হিসাবে আমি খুবই কষ্ট পেয়েছি। খেলাতে হার-জিত তো থাকেই কিন্তু এ তো জাতি বিদ্বেষের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তারা। সেজন্যই এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম। আমাদের এখানে এসে থাকবেন, আবার গালাগালিও দেবেন, দুটো তো একসঙ্গে চলতে পারে না। সব কিছুর একটা সীমা থাকা দরকার, বলছিলেন মি. সরকার। তার দাবী, তার হোটেলে নিয়মিতই বাংলাদেশি পর্যটকরা আসতেন। অনেক ভারতীয় ফেসবুক ব্যবহারকারী যেমন তার এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, তেমনই আবার বাংলাদেশের অনেক নাগরিক তাকে ট্রল করছেন, ফোন আর মেসেজ করে গালাগালি দিচ্ছেন আর গুগল রিভিউতে গিয়ে তার হোটেলের খারাপ রেটিং দিয়ে আসছেন বলে জানিয়েছেন মি. রাম সরকার।

ভারতীয় বাঙালীদের একাংশের সামাজিক মাধ্যমে বাংলাদেশকে নানা ক্ষেত্রে বয়কট করার ডাক দেওয়া হচ্ছে। কেউ বাংলাদেশিদের ভিসা না দেওয়ার কথা বলছেন, কেউ বলছেন কলকাতা বই মেলায় বাংলাদেশী প্রকাশকদের যেন স্টল দিতে না দেওয়া হয়। কয়েকজনের পোস্টে চোখে পড়ছে বাংলাদেশী সংস্থার যেসব পণ্য ভারতে পাওয়া যায়, সেগুলো বন্ধ করা হোক।

পারমিতা প্রামাণিক নামে এক ফেসবুক ব্যবহারকারী লিখেছেন, একটা সময় খুব ইচ্ছা হতো বাংলাদেশ যাবো, দেখবো সোনার বাংলা কিন্তু যারা নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গা করে তাদের মাঝে কোনো দিন যেতে চাই না।

চলচ্চিত্র পরিচালক সৃজিত মুখার্জী তার এক্স (আগেকার টুইটার) হ্যাণ্ডেলে অন্য একজনের পোস্ট করা একটি ভিডিও রিপোস্ট করেছেন, যেখানে বিশ্বকাপ ফাইনালের পরে বাংলাদেশিদের উচ্ছসিত হতে দেখা যাচ্ছে। ওই ভিডিওর ওপরে মি. মুখার্জীর ছোট্ট মন্তব্য ঃ হ্যালো ইন্দিরা গান্ধী, হাই জগমোহন ডালমিয়া। মনে করা হচ্ছে ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর ভূমিকা আর বাংলাদেশের ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবেশের পিছনে ভারতীয় বোর্ডের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়ার ভূমিকার কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন মি. মুখার্জী।

বাংলা সংবাদ পোর্টাল ‘দ্য নিউজ বাংলা’র প্রধান মানব গুহ বলছেন, এই বৈরিতাটা কিন্তু পুরো ভারত আর বাংলাদেশের সমর্থকদের মধ্যে তৈরি হয় নি। শুধুমাত্র ভারতীয় বাঙালি আর বাংলাদেশের তরুণ সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীদের মধ্যে চলছে এটা।

বিতর্কে হালাল সনদ পদ্ধতি, প্রশ্নের মুখে উত্তরপ্রদেশ সরকার

নয়াদিল্লি ঃ ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে সম্প্রতি হালাল লেবেলযুক্ত খাবার, ওষুধ ও প্রসাধনী উৎপাদন, মজুদ এবং বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করতে জোরকদমে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

‘ফুড সেফটি অ্যান্ড ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন’ (এফএসএডিএ) আধিকারিকেরা ইতিমধ্যে লক্ষ্ণৌ, গাজিয়াবাদ, নয়ডাসহ বিভিন্ন জায়গায় শপিং মল, খাবারের দোকান, ওষুধের দোকান ও গুদাম, ছোটবড় বিপনী সহ নানা জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছেন।

জানা গেছে যে এরমধ্যে বেশকিছু জায়গা থেকে এমন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে যেগুলিতে হালাল লেবেলসহ বিক্রি করা যাবে না বলে উত্তরপ্রদেশ সরকার আগেই এক নির্দেশে জানিয়েছিল।

শুধু তাই নয়, কয়েকটি দোকানকে নিয়ম ভাঙ্গার অভিযোগে জরিমানা দিতে হয়েছে বলেও জানা গেছে। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের পর এবার বিহারে ওই একই নিষেধাজ্ঞা জারি করতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে অনুরোধ জানিয়েছেন ভারতের কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েতি রাজ দফতরের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং।

হালাল সার্টিফিকেশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

এই পুরো ঘটনার মূলে রয়েছে দিন কয়েক আগে লক্ষ্ণৌয়ে দায়ের করা একটি এফআইআর, যেখানে হালাল সার্টিফিকেট বা সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

হালাল মানে ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী তৈরি পণ্য।

গত ১৮ই নভেম্বর রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অনিতা সিং উত্তর প্রদেশে হালাল সার্টিফায়েড পণ্য নিষিদ্ধ করার আদেশ জারি করেন।

‘ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট, ১৯৪০’-এর ভিত্তিতে জারি করা এই আদেশে বলা হয়, বর্তমান আইনে ওষুধ ও প্রসাধনী সামগ্রীকে হালাল হিসেবে চিহ্নিত করার কোনও বিধান নেই।

আদেশে বলা হয়েছে, কেউ যদি ওষুধ ও প্রসাধনীকে হালাল হিসেবে চিহ্নিত করেন, তাহলে তিনি বর্তমান আইন অনুযায়ী বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচারের অপরাধে দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং ১৯৪০ সালের ‘ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টে’র অধীনে শাস্তিও পেতে পারেন।

কী বলা হয়েছে ওই আদেশে?

ওই আদেশে উল্লেখ হয়েছে যে উত্তর প্রদেশে হালাল লেবেলযুক্ত ওষুধ এবং প্রসাধনী উৎপাদন, মজুদ, বিতরণ এবং বিক্রয় করলে ১৯৪০ সালের ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্টএর অধীনে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ছাড়াও ভিন্ন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, কিছু কোম্পানি দুগ্ধজাত পণ্য, তেল, কেকপাঁউরুটি, নোনতা খাবার, রান্নার তেল মতো একাধিক পণ্যকে হালাল সার্টিফিকেশনসহ বিক্রি করা হচ্ছে বলে সরকার তথ্য পেয়েছে।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের জারি করা ওই আদেশে জানানো হয়েছে, খাদ্য পণ্যে হালাল সার্টিফিকেশন একটি সমান্তরাল ব্যবস্থা যা খাদ্যটি সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং আইনের পরিপন্থী। ওষুধ এবং প্রসাধনী সামগ্রীতে হালাল লেবেলিং বিভ্রান্তিকর, যা ‘ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট ২০০৬’ এর অধীনে একটি অপরাধ।

এই বিষয়ে উঠে আসা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে যিনি ওই নির্দেশ জারী করেছেন, সেই অতিরিক্ত মুখ্য সচিব অনিতা সিংয়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিল বিবিসি। কিন্তু, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

‘রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি’র হাত শক্ত হওয়ার আশঙ্কা সরকারের নিষেধাজ্ঞার জারির প্রায় ২৪ ঘণ্টা আগে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল যেখানে অভিযোগ করা হয়, লক্ষ্ণৌয়ের হজরতগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে উৎপাদিত অনেক পণ্যে হালাল স্টিকার লাগানো হচ্ছে।

চেন্নাইয়ের হালাল ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, দিল্লির জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ হালাল ট্রাস্ট, জমিয়ত উলেমা মহারাষ্ট্র এবং অজ্ঞাত এক সংস্থা, তাদের মালিক ও ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে ওই এফআইআরে অভিযোগ তোলা হয়েছে।

এফআইআরে লেখা হয়েছে, হালাল সার্টিফিকেট ও লেবেল লাগিয়ে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের গ্রাহকদের মধ্যে বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। হালাল সার্টিফিকেটের জন্য ভুয়ো কাগজপত্র ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে মানুষের বিশ্বাসের সঙ্গে খেলা করা হচ্ছে এমনটাই অভিযোগে জানানো হয়েছে।

এফআইআরে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই হালাল সার্টিফিকেট নিচ্ছে না, তাদের পণ্য বিক্রির ওপর এর প্রভাব পড়ছে, যা তার মতে অন্যায্য।

মাংসবিহীন পণ্য যেমন তেল, সাবান, মধু ইত্যাদি বিক্রির জন্য হালাল সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে, যা অপ্রয়োজনীয়। এর ফলে অমুসলিম ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

যারা দেশকে দুর্বল করতে চান তাঁরা এর সঙ্গে জড়িত এবং এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা হচ্ছে যা সন্ত্রাসবাদী ও রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠনের তহবিলে ব্যবহার করা হতে পারে এই আশঙ্কার কথাও ওই এফআইআরএ উল্লেখ করা হয়েছে।

জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ কী বলছে?

জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ হালাল ট্রাস্ট এক প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছে, যে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ণ করার উদ্দেশ্যে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলা হয়েছে। তারা বলছে, ভুল তথ্য প্রচারের মোকাবিলা করতে জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ হালাল প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ ট্রাস্টের মতে, বিশ্বজুড়ে হালাল সামগ্রীর বাণিজ্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি ডলার এবং ভারতও তা থেকে অনেকটাই লাভবান হয়। ট্রাস্টের দাবি, তাদের হালাল সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া দেশের ভেতরে বিক্রয় এবং আন্তর্জাতিক রফতানি দুটোর জন্যই প্রযোজ্য হয়। ট্রাস্টের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে আসা পর্যটকদের জন্যও প্রয়োজনীয় হালাল সার্টিফিকেট দরকার হয়, যারা শুধুমাত্র হালালের লেবেল দেখেই জিনিস কেনেন।

তারা কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের নিয়ম অনুসরণ করে এবং ন্যাশনাল অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ফর সার্টিফিকেশন বডি (এনএবিসিবি)’র অধীনে কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এ নিবন্ধিত বলেও দাবী ওই ট্রাস্টের।

তাদের দেওয়া হালাল সার্টিফিকেট মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরবের মতো দেশেসহ পুরো বিশ্বে স্বীকৃত বলে ট্রাস্টের দাবি । শুধু তাই নয়, জমিয়ত উলেমা-এ-হিন্দ হালাল ট্রাস্ট ওয়ার্ল্ড হালাল ফুডস কাউন্সিলেরও সদস্য। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, হালাল সার্টিফিকেশন এবং লেবেল শুধু হালাল উপভোক্তাদের সহায়তাই করে না বরং সকল গ্রাহকদের ’জেনে বুঝে পছন্দ’ করার সুযোগও দেয়।

এফআইআর দায়েরকারী শৈলেন্দ্র শর্মা নিজেকে বিজেপি কর্মী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন এবং বলেছেন তিনি আগে ভারতীয় জনতা পার্টির অযোধ্যা অঞ্চলের যুব মোর্চার সহসভাপতি ছিলেন।

তিনি বলেন, হালাল সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা সরকারী ব্যবস্থার সমান্তরাল এটা বলাটা ভুল।

শৈলেন্দ্র শর্মা বলেন, তিনি নিজে অ্যালোভেরা, চোখের ড্রপ এবং তুলসীর নির্যাসের ব্যবহার করেন যাতে হালাল লেবেল রয়েছে। নিজের দাবি প্রমাণ করতে তিনি ছবিও দেখান।

তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ১৭ই নভেম্বর একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৮ই নভেম্বর উত্তরপ্রদেশ সরকার হালাল সার্টিফিকেশনযুক্ত পণ্য নিষিদ্ধ করার আদেশ জারি করে।

শৈলেন্দ্র শর্মা অবশ্য বলেছেন যে তাঁর এফআইআরএর সঙ্গে সরকারী আদেশের কোনও সম্পর্ক নেই।

তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুতর এবং তার তদন্ত ত্বরান্বিত হয়েছে। আমি পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম এবং পুলিশ মনে করে যে এটির তদন্ত হওয়া উচিৎ, তাই তারা এফআইআর দায়ের করেছে।

মি শর্মা প্রশ্ন করেন, মাংসজাত পণ্যগুলিতে হালাল এবং ঝটকার উল্লেখ করার কথা এতদিন শুনে এসেছি। কিন্তু রোজকার সামগ্রীর ক্ষেত্রেও কি এটা প্রয়োজনীয়? রান্নার মশলার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক? হলুদ বা ধনে গুঁড়োর সঙ্গে হালালের কোনও সম্পর্ক আছে কি?

তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে যারা দেশকে দুর্বল করে তারা হালাল সার্টিফিকেশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং এর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করা হচ্ছে। এই অর্থ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং দেশবিরোধী সংগঠনগুলির তহবিলে ব্যবহার করা হতে পারে বলেও তিনি আশঙ্কা করেছেন।

তাঁর কাছে এর কী প্রমাণ রয়েছে এবং কীসের ভিত্তিতে তিনি এই অভিযোগ করেছেন মি শর্মা একথা বিবিসি জানতে চাইলে, তিনি বলেছিলেন, এই মুহুর্তে এখানে কথা বলার কোনও বিষয় নেই। বলে দিলে পুলিশ কী করবে? তারা এখনও তদন্ত করছে।

বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান ধরা পড়েছে। পুলিশ এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ওই পণ্যগুলি সম্পর্কে কথা বলছে এবং আমরা তাদের হাতে সেই সব সামগ্রী তুলে দিয়েছি, জানিয়েছেন মি. শর্মা।

হালাল সার্টিফাইড ওষুধ, কসমেটিকস পণ্য এবং খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, মজুদ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়ার তিন দিন পরেও উত্তরপ্রদেশের কোনও বিশিষ্ট নেতা এখনও এই বিষয়ে তাঁদের মতামত দেননি।